মওলানা হামিদ বাঙালা

আতহার উদ্দীন শোল্লা

www.pathagar.com

MAULANA HAMID BANGALI [Rah.] (Life-sketch of Maulana Hamid Bangali : A saint and spiritual leader of Bengal) ; Written by Athar Uddin Molla and published by Islamic Cultural Centre, Dhaka Division, Dhaka-2 on behalf of Islamic Foundation Bangladesh.

IF Library Catalogue : 891·443 Sub : Biography

IF Publication 438 First Edition : June 1984

Price : Taka 12·00 Only (Inland) US Dollar 1·25 (Overseas)

www.pathagar.com

মওলানা হামিদ বাঙালী

আত্‌হার উদ্দীন মোল্লা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা

www.pathagar.com

মওলানা হামিদ বাঙালী :
আতহার উদ্দীন মোল্লা

ইসাকেডা প্রকাশনা ৯০
ইফা প্রকাশনা ৪৩৮
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার : ৮৯১'৪৪৩ বিষয় : জীবনী

প্রকাশক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে
হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ
২২ তোপখানা রোড, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৪ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১ : রমযান ১৪০৪

প্রচ্ছদশিল্পী : এম, এ, কাইয়ুম

মুদ্রক
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১৭
অক্ষর মুদ্রণ
৭৯ এস, কে, দাশ রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-৪

বাঁধাইকার
আবুল হোসেন এন্ড সন্স
১ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা-১

মূল্য : বারো টাকা মাত্র
www.pathagar.com

উপমহাদেশের ইতিহাসে ইসলামী আন্দোলনের শীর্ষনাম হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ)। তিনি অন্ধ জাতীয়তাবাদ ও বাতিল ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের অমোঘ হাতিয়ার ব্যবহার করে মধ্য-যুগীয় ভারতবর্ষে ইসলামের বিশ্বজনীনতাকে যেভাবে শাণিত করে তুলেছিলেন, সেজন্যে তাঁকে ইসলামের হাজার বছরের মুজাদ্দিদরূপে গণ্য করা হয়। মওলানা হামিদ বাঙালী তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহচর এবং খলীফা ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যায় প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্যে যুগোপযোগী নেতৃত্ব দান করেছিলেন, এ তথ্য আমাদেরকে এ গ্রন্থটি আরো প্রবলভাবে জানিয়ে দেয়। যে কোন রূপেই হোক, তিনি আমাদের বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বার একজন আদি রূপকার। হামিদ বাঙালী নামের মাঝে আমাদের মধ্য-যুগীয় জাতিসত্ত্বাগত পরিচিতি ভিন্নতর অভিধায় সুন্দরভাবে পরি-স্ফুট হয়।

'মওলানা হামিদ বাঙালী' নামে এই মধ্যযুগীয় মুসলিম বাঙালী মনীষীর ক্ষুদ্র জীবনেতিহাস পাঠকদের হাতে তুলে ধরার সুযোগ লাভ করে আমরা মহান রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা বিভাগ

আফজাল চৌধুরী
পরিচালক

www.pathagar.com

পৃথিবীর মধ্যে জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। বাংলাদেশের বাইরেও বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা মোটেই তুচ্ছ নয়। একদা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত। সপ্তম শতাব্দীতেই উপমহাদেশের এতদঞ্চলের সঙ্গে ইসলামের সংযোগ ঘটে। বাংলা ভাষাভাষী ভূভাগসমূহে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয়। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এতদঞ্চলের মুসলিম শাসনও ছিল উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময় ধরে পরিব্যাপ্ত। তবুও কালের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু অংশ কি করে ইসলামের অনুসারী হতে পারল, ইতিহাসের এ এক পরম বিস্ময়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গবেষক টি, ডব্লিউ, আর্নল্ডের মতে সহজ সরল জীবনধারার মূর্ত প্রতীক উৎসর্গীকৃত ইসলাম প্রচারকদের প্রভাবেই এদেশে এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে পেরেছে। এ কারণেই বাংলাদেশ ও এতদসন্নিহিত অঞ্চলে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রসারের মূলে সাধক দরবেশ ও প্রচারকদের বিপুল অবদানের কথা এক বাক্যে বিজ্ঞজনেরা স্বীকার করেন।

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ইতিহাস যে সব সাধক বুযুর্গদের অকৃপণ দানে গড়ে উঠেছে, তাঁদের অন্যতম ছিলেন শায়খ হামিদ বাঙালী (রহঃ)। ষোল শতকে উপমহাদেশের মুসলিম রাজশক্তির মধ্যে যখন ব্যাপকভাবে অমুসলিম প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ফলে মুসলিম সমাজ এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন

www.pathagar.com

বিপ্লবী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর আবির্ভাব হয়—একথা সকলেই জানেন। কিন্তু যে কথাটি আমরা অনেকেই জানি না, মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সে অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন মুসলিম বাংলার গৌরব শায়খ আবদুল হামিদ বাঙালী (রহঃ), বর্ধমানের মোঙ্গলকোটে আজও যাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত রয়েছে। হযরত মুজাদ্দিদের অপর একজন শিষ্যের নামও ছিল আবদুল হামিদ, তাই তাঁর এই প্রিয় শিষ্যের নামের শেষে তিনি 'বাঙালী' শব্দটা জুড়ে দেন।

ইতিহাসের চাপা পড়া এই মহান ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তবে তরুণ গবেষকধর্মী আলেম মওলানা আতহারউদ্দীন মোল্লা প্রণীত বর্তমান গ্রন্থকে আমরা অবশ্যই এ ব্যাপারে একটি সার্থক প্রাথমিক প্রচেষ্ট হিসাবে ধরে নিতে পারি। ১৯৮০ সালে প্রেসে দেয়া এ পাণ্ডুলিপিখানা কঠিন জটিলতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। এ জন্য প্রথমেই অযুত শুকরিয়া জানাই আল্লাহ্‌র মহান দরবারে। এই ক্ষুদ্র অথচ মূল্যবান পুস্তক রচনায় লেখককে যারা সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে বিশেষ করে বিশিষ্ট গবেষক সাধক মরহুম আলহাজ্জ সাইয়েদ বশীরুদ্দীন (রহঃ)-এর উদ্দেশে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর রূহের মাগফিরাত দিন। আমীন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১/৬/৮৪

আবদুল গফুর
প্রকাশনা-পরিচালক

www.pathagar.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

خلافت نامہ

حضرت مولانا شیخ حمید بنگالی

قدس سرہ العزیز

مقام منگل کوٹ ضلع بردوان

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت نامہ حضرت مولانا شیخ حمید بنگالی قدس سرہ العزیز کو عنایت فرمایا تھا وہ یہ ہے:-

خِلَافَتْ نَامَہ

أَمَّا بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوۃِ فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُ إِلٰی رَحْمَةِ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْوَلِيِّ أَحْمَدُ بْنُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْأَحَدِ
الْفَارُوْقِيُّ النَّقْشَبَنْدِيُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ رَحْمَةً وَّاسِعَةً أَنَّ الْأَخَ الْعَالِمَ وَالصِّدِّيْقَ الصَّالِحَ
عَالِمَ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ وَالْحَقِيْقَةِ الشَّيْخَ حَمِيْدَ الْبَنْگَالِيَّ وَفَّقَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ لِمَا يُحِبُّهٗ وَيَرْضَاهُ
لَمَّا قَطَعَ مَنَازِلَ السُّلُوْكِ وَعَرَجَ مَعَارِجَ الْجَذْبَةِ وَوَصَلَ إِلٰی دَرَجَةِ الْوِلَايَةِ بَعْدَ أَنْ حَصَلَ لَهٗ انْدِرَاجُ
النِّهَايَةِ فِي الْبِدَايَةِ أَجَزْتُهٗ لِتَعْلِيْمِ طَرِيْقَةِ الْمَشَائِخِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ قَدَّسَ اللّٰهُ أَسْرَارَهُمْ لِلطَّالِبِيْنَ
الْمُسْتَعِدِّيْنَ مِنَ الْمُرِيْدِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ بَعْدَ الْاِسْتِخَارَةِ وَحُصُوْلِ الْإِذْنِ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَالْمَسْئُوْلُ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ
أَنْ يَّعْصِمَهٗ عَمَّا لَا يَلِيْقُ وَيَحْفَظَهٗ عَمَّا لَا يَنْبَغِيْ وَالْاِسْتِقَامَةَ عَلٰی مُتَابَعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ
الصَّلَوٰةُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ

ترجمہ

بعد حمد و نعت کے فقیر محتاج رحمت ایزدی احمد بن شیخ عبدالاحد فاروقی نقشبندی (اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی رحمت واسعہ میں رکھے) کہتا ہے کہ برادر عالم صدیق صالح عالم علوم شریعت و طریقت و حقیقت شیخ حمید بنگالی نے (اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت و رضا کی توفیق دے) منازل سلوک کو طے کیا اور معارج جذبہ پر عروج کیا اور مراتب ولایت پر واصل ہوئے۔ بعد اس کے کہ ان میں اندراج النہایہ فی البدایہ حاصل ہوا میں نے ان کو اجازت دی کہ طریقہ مشائخ نقشبندیہ (اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو پاک کرے) کی تعلیم مریدین طالبین مخلصین کو دیں اور یہ اجازت بعد استخارہ اور اجازت الٰہیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بچائے ان کو نامناسب امور سے اور محفوظ رکھے ان کو ناجائز امور سے اور ان کو سید المرسلین علیہ و علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر استقامت کی توفیق بخشے۔

نوٹ: آپ کے صاحبزادوں سے نقل خلافت نامہ کے ... نقل مطابق اصل ہے کہ قبر گاہ کا نوشتہ ہے

... حضرت اقدس ...

نامہ ... مبارک

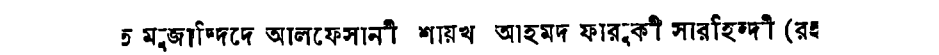

ত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ ফারুকী সারহিন্দী (রহ

হযরত মওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী (রহঃ)-কে প্রদত্ত খিলাফতনা

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের আরয

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে গুনাহগারের অজস্র শুকরিয়া এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি নগণ্য উম্মতের লাখো সালাম।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমত—আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম চাচা-পীর আল্লামা হাফিয সাইয়্যেদ এ, বি, এম, বশীরউদ্দীন সাহেবের অনুপ্রেরণা ও সাহচর্য আমার এই পুস্তক রচনার প্রধান অবলম্বন।

১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের ১৩ তারিখে আমার পীর ফুরফুরা শরীফের বড় হুযুর কেবলা(রহঃ) কলকাতায় আকস্মিকভাবে ইন্তেকাল করলে চাচা-পীর কেবলার আদেশে ফুরফুরা চলে যাই। হুযুর কেবলার ঈসালে সওয়াবের পরে পীয়ারডাঙ্গা শরীফের পীর মওলানা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ সাহেব হাওড়া, হুগলী, কলকাতা, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন মাহ্ফিলে হুযুর কেবলার (রহঃ) ঈসালে সওয়াবে যোগদান করতে আমাকে উৎসাহিত করেন। উক্ত মাসের শেষের দিকে মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ায় ফুরফুরা শরীফের বড় হুযুর কেবলা (রহঃ)-এর মেজো সাহেবযাদা মওলানা আবু ইবরাহীম সিদ্দীকী সাহেব আমাকে জানান যে, পাটনা থেকে ডাঃ এম, এম, রহমান সাহেব আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। পরদিন মেদিনীপুরী হুযুর কেবলার সঙ্গে আরামবাগ মায়াপুর মাহ্ফিল থেকে পাটনার পথে বর্ধমান চলে যাই। সেখান

www.pathagar.com

থেকে দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে পাটনা গিয়ে ডাঃ সাহেবকে না পেয়ে তাঁর স্ব-জিলা মুযাফ্ফরপুর গমন করি।

সেখানে অবস্থানকালে এক সপ্তাহ যাবৎ ডাঃ সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে আমাকে বারবার বলতে থাকেন, "নকশবন্দিয়া আউর মুজাদ্দেদিয়া তরীকা কি তাহ্রীক হযরত মুজাদ্দিদ সে মুলকে বাঙ্গালা মে সবসে পহলে মওলানা শায়খ হামিদ বাঙ্গালী নে কিয়া। আপ উন্কে সওয়ানেহ-উমরী মুখতাসার তওর পর লিখ্ দিজিয়ে। মাই উস্কা সব সোর্স আ'তা করুঙ্গা।"

তদনুসারে তিনি পাটনা 'খোদা বখ্শ্ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী' থেকে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করেন; বিশেষতঃ তাঁর সরবরাহকৃত আয়িনায়ে ওয়ায়েসীই আমার এ গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। এরপর আমি ভারতের প্রধান প্রধান পবিত্র স্থানগুলো ভ্রমণ ও যিয়ারতকার্য সমাধা শেষে বর্ধমান জেলার মোঙ্গলকোট এসে পেঁাছি। বলাবাহুল্য, ১৬২৪ সালে বাদশাহ শাহজাহান স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শায়খ হামিদ বাঙালীর নিকট অজয়-কুনুর নদীর তীরে মোঙ্গলকোটে শাহজাহানাবাদ থেকে পদব্রজে উপস্থিত হয়েছিলেন। মোঙ্গলকোটের প্রাচীন মসজিদ, মাদ্রাসা ও খান্কাহ বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত। এর বার্ষিক আয় ছিল ৮০,০০০ টাকা। বহু যুগ ধরে অনাবাদী থাকার পয় ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে মরহুম খান বাহাদুর আবুল খায়ের মুহাম্মদ সিদ্দীক (রহঃ) (রেজিষ্ট্রার মুসলিম ইন্সুরেন্স কোম্পানী), মরহুম সাইয়্যেদ মঈনউদ্দীন (রহঃ) ইনসপেক্টর অব পুলিশ ও পীর মওলানা আবদুল খালেক (রহঃ)-এর প্রচেষ্টায় এর সংস্কার সাধিত হয়। সাইয়্যেদ মঈনউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত মুসাফিরখানাটি ১৯৮০ সালের বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। উক্ত মুসাফিরখানা, খানকাহ, মসজিদ ও মাদ্রাসার তত্বাবধানের জন্য একটি ওয়াক্ফ কমিটি রয়েছে। ডাঃ আলহাজ্ব আবু তোরাব অত্র কমিটির সভাপতি।

অবিভক্ত বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ এখানে এসে ফয়েয হাসিল করতেন। যেমন খাজা নাজিমউদ্দীন, খাজা শিহাবউদ্দীন, আবুল হাশিম (প্রথম পরিচালক সাবেক ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা), সাইয়্যেদ বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রমুখ এখানে আসতেন। বিশেষ করে উত্তর ভারতের রায়বেরেলী থেকে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলবী (রহঃ)১৮২১ সালে, এ ছাড়া সুফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রহঃ), নোয়াখালীর মওলানা ইমামুদ্দীন (রহঃ), শাহ্ ইসমাঈল দেহলবী (রহঃ), মওলানা সাইয়্যেদ আবদুল হাই (রহঃ), মুন্শী মুহাম্মদী

www.pathagar.com

আনসারী (মুর্শিদাবাদ) প্রমুখ সমভিব্যহারে এখানে এসে মওলানা জিল্লুর রহীম (রহঃ) মোঙ্গলকোটীর বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন।

দুঃখের বিষয়,আজ এর পুরানো ঐতিহ্যের স্বাক্ষর কিছুটা অবশিষ্ট থাকলেও অতীতের সেই সৌন্দর্য আর নেই। বর্তমানে লখনৌ-এর জনৈক শেঠ ও বোম্বাইয়ের জনৈক দানবীরের আর্থিক সাহায্যে এর সংস্কার সাধিত হয়েছে।

আমার মত দীনহীনের পক্ষে প্রায় সাড়ে তিন শ বছর পূর্বের লুপ্তপ্রায় এই ঐতিহাসিক জীবনের ঘটনাবলী উদ্ধার করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। শায়খ হামিদ বাঙালী যা নিষেধ করতেন, যা পছন্দ করতেন না, সেসব তথ্য উদ্ধার করা কঠিন ব্যাপার। আলহাজ্ব মৌলবী ডাঃ আবু তোরাব সাহেব-এর সৌজন্যে ও কলকাতা রিসার্চ ইনসটিটিউট ও যাদুঘরের সাহায্যে এই পুস্তকের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। তবুও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে লেখককে অবহিত করলে আল্লাহ চাহে তো পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সম্ভাব্য চেষ্টা করা হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক "মওলানা হামিদ বাঙালী" প্রকাশ করায় আমরা আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। বিশেষতঃ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকার তদানীন্তন পরিচালক ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা-পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর ও ফুরফুরা শরীফের খলীফা আল্লামা মুফতী আবদুর রব বদরপুরী এই সাধক পুরুষের জীবন-চরিত প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের প্রচুর আগ্রহ ও অনুকূল অভিমত প্রদান করেছেন। বিশেষতঃ শামসুল উলামা মওলানা বেলায়েত হোসাইন প্রমুখের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীয়াতে "মওলানা হামিদ বাঙালী" বইয়ের কবুলিয়াতের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাই।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

মোল্লা মনজিল, আহমদাবাদ,
মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী
শুক্রবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

আরয-গুজার
আত্হারউদ্দীন মোল্লা
আহমদাবাদী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মোঙ্গলকোটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৯
প্রাগ-ঐতিহাসিক অজয়রাঢ়ী সভ্যতা ৯
মোঙ্গলকোটের বণিক সমাজ ১১
জৈন-বৌদ্ধ-শক্তি শৈব-বৈষ্ণব সংস্কৃতি ১২
কবি লোচনানন্দ দাস ১৩
আঠার আউলিয়া ও মুসলিম আক্রমণ ১৩
অন্য কয়েকজন পীর ও আউলিয়া ১৪
মোঙ্গলকোটের কয়েকটি মসজিদ ১৫
হযরত মওলানা শায়খ হামিদ দানিশমন্দ বাঙালী (রহঃ) ১৬
পূর্বপুরুষের ভারতে আগমন ১৭
বংশ পরিচয় ১৮
জন্ম ও শৈশব ১৯
মুফতী আবদুর রহমান কাবলী ২১
হযরত আহমদ ফারুকী সরহিন্দী ২৩
মুজাদ্দিদে আলফেসানী ও হামিদ বাঙালী ২৫
সরহিন্দ শরীফে আবদুল হামিদ ২৬
খেলাফতনামা ২৮
মোঙ্গলকোটে দানিশমন্দ ২৯

www.pathagar.com

৩১ হযরত দানিশমন্দের দরবারে শাহজাদা খুররম
৩৪ খড়ম ও মাইনে পুকুরের কথা
৩৬ মাদ্রাসার কড়িকাঠের কথা
৩৬ শেষ জীবন
৩৭ হযরত দানিশমন্দের বংশধারা
৩৭ বংশধরদের কথা
৩৯ দানেশমন্দ বাঙালী, না পাঞ্জাবী
৪১ মোঙ্গলকোট মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রগণ
৪২ মোঙ্গলকোট যিয়ারতকারী বুযুর্গানে দ্বীন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ
৫১ হযরত হামিদ বাঙালীর (রহঃ) নিকট মুজাদ্দেদে আলফেসানীর (রহঃ) লিখিত পত্রসমূহ
৪৭ হযরত আবদুল হামিদ বাঙালীর শাজারা
৬৯ পরিশিষ্ট-১
৭১ পরিশিষ্ট-২
৭২ পরিশিষ্ট-৩
৭৬ পরিশিষ্ট-৪
৮৫ প্রমাণপঞ্জী

www.pathagar.com

گلبانگ رشید

در مدح جناب امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندیؒ

(از خاقانی ہند جناب مولانا سید عبدالرشید صاحب بینوی شہزادپوری سابق لکچرار کلکتہ یونیورسٹی)

خورشید بزم اولیا مشتاق دیدار توام — جمشید تخت کبریا مشتاق دیدار توام
حقا کہ شان احمدی نے نے کہ جان احمدیا — خورشید وحدت راضیا مشتاق دیدار توام
از فضل توا سے دادگر سرہند جیلانے دگر — بخ بخ امام اولیا مشتاق دیدار توام
چون یوسف گل پیرہن زندانی و شاہ زمن — در ذات حق گشتہ فنا مشتاق دیدار توام
فاروق صدیقی حسب صدیق فاروقی نسب — شہباز اوج اصطفا مشتاق دیدار توام
فضلت جہانگیر آمدہ خاک تو اکسیر آمدہ — جان و دلم بر تو فدا مشتاق دیدار توام
جان مسلمانی توئی چون ماہ کنعانی توئی — اے کعبہ صدق و صفا مشتاق دیدار توام
دل در فراقت خون کنم این دیدہ ہا جیحون کنم — جان جہان صفیا مشتاق دیدار توام
وسعت تو دست موسوی در دین برہان قوی — ای موسیٰ طور رضا مشتاق دیدار توام
فرمان حق فرمان تو! برہان حق برہان تو — اے خضر راہ اولیا مشتاق دیدار توام
حقا کہ شیخ اکبری روشن چو ماہ و مشتری — چون نہر در دریا فنا مشتاق دیدار توام
چون سگ نشستم بر درت ای جام جامم کوثری — اے کوئے تو دار الشفا مشتاق دیدار توام
اے ماہی بحر خدا چون ماہ در برج سما — در بحر توحید آشنا مشتاق دیدار توام
اعجاز عیسیٰ در نگر مردہ دلان را سر بسر — جان ابد کردہ عطا مشتاق دیدار توام
اے آفتاب زرفشان اے ہادی ہندوستان — بالائے چرخت متکا مشتاق دیدار توام
اے دستگیر بیکسان دستم بگیر اے مہربان — فضل تو فضل دلکشا مشتاق دیدار توام
فضل تو جان در جان دمد صد آب حیوان در دمد — اے جام تو جام صفا مشتاق دیدار توام
گلہا ز تو آموختہ! بلبل ز تو اندوختہ — اسرار توحید خدا مشتاق دیدار توام
ہر غنچہ ناشستہ دہن مدح ترا در ہر چمن — ہر صبح گوید با صبا مشتاق دیدار توام

بندہ رشید بینوا در مدح تو نغمہ سرا
اے بلبل باغ دنے مشتاق دیدار توام

াওলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ রচিত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর প্রশস্তিতে
ফার্সী কবিতা। সৌজন্য—সূফী গোলাম মুহিউদ্দীন

www.pathagar.com

মওলানা হামিদ বাঙালী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোঙ্গলকোটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রাঢ় বাংলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ বর্ধমান জিলার "উজানী মোঙ্গলকোট"। এই মোঙ্গলকোটের বিখ্যাত কাজী বংশে হযরত মাওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর জন্মভূমি মোঙ্গলকোট সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাবো।

উজানী মোঙ্গলকোট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। উজানী মোঙ্গলকোট বলতে শুধু বর্তমান গ্রামটিকে বুঝায় না। পার্শ্ববর্তী আড়াল, কোগ্রাম, নূতন হাট, পুরাতন হাট, বড়বাজার, হালিমপুর, পদীমপুর বরাগড়, বক্সিনগর, দেউলিয়া, জহরপুর, কামালপুর, পিলসোঁয়া প্রভৃতি গ্রাম জুড়ে ছিল বৃহত্তম মোঙ্গলকোট।

প্রাগ-ঐতিহাসিক অজয়রাঢ়ী সভ্যতা

একদিকে অশান্ত অজয় বৈষ্ণব তীর্থ জয়দেব—কেন্দুবিল্বের পদ-বিধৌত স্বাদুনীর বুকে নিয়ে পূর্ব দিকে বয়ে গেছে, আর এক দিকে বয়ে গেছে বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট কাটোয়ার উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে উত্তরবাহিনী হয়ে "কুনুর" এবং মোঙ্গলকোটের সন্নিকটে মিলিত হয়েছে অজয়ের সংগে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সভ্যতা গুলি নদী তীরেই গড়ে উঠেছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিসরের নীল নদের সভ্যতা। আরব মধ্যে ইউফ্রেটিশ ও টাইগ্রীস নদী তীরে সুমের সভ্যতা। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে "সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা" চীনে ইয়াংসিকিয়াং নদী সভ্যতা, এবং সমসাময়িককালে বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে "অজয়রাঢ়ী সভ্যতা"।

এই অজয়রাঢ়ী সভ্যতার সংগে অন্যান্যগুলির যোগাযোগ ছিল।

www.pathagar.com

সম্প্রতি অজয় তীরে পান্ডু রাজার ঢিপি খনন করা হয়েছে এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কুনুর দিয়ে "বসতপুরের" সভ্যতা এবং অজয় দিয়ে পান্ডু রাজার ঢিপির সভ্যতা সংমিশ্রিত হয়ে "উজানী মোঙ্গলকোটের "নূতন সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল। এখানে ঢিপি খনন করা হলে বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিস্কৃত হবে সন্দেহ নাই। উজানী মোঙ্গলকোটে একটি প্রাচীন ঢিপি আছে, এই ঢিপি "বিক্রম কিশোরী রাজার ঢিপি" নামে পরিচিত। এই রাজাকে নিয়ে এতদ-অঞ্চলে বহু বিচিত্র কিংবদন্তী শোনা যায়। কিন্তু এই কিংবদন্তীর মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই। কবিকংকনচন্ডিতে আছে ঃ

উজানীনগর অতি মনোহর,
বিক্রম কিশোরী রাজা।
করে শিব পূজা উজানীর রাজা,
কৃপা কৈল দশ ভূজা।

এখানে আঠার আউলিয়া এবং এই রাজাকে নিয়ে এক বিচিত্র কিংবদন্তী শোনা যায়। ঐতিহাসিক নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে, 'এই রাজা বাংলাদেশের পাল বংশীয় রাজা রাম পালের (খৃস্টঃ ১০৭৭—১১২০) সমসাময়িক ছিলেন। মোঙ্গলকোটের উত্তরে অজয় কুনুরের সংগমস্থলের অনতি দূরে নূতন হাটের বড় বাজার পল্লীতে এবং হোসেন শাহী সড়কের পশ্চিমে গোড়েশ্বর আলাউদ্দিন হোসাইন শাহের (১৪৯৯—১৫১৯) নির্মিত মসজিদের একটি শিলা-ফলকে "চন্দ্র সেন নামক একজন রাজার নাম পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের সেন বংশীয় রাজাদের ইতিহাসে চন্দ্র সেন নামক কোন রাজার নামের উল্লেখ নেই। তবে বাংলাদেশে সেন বংশীয় রাজাদের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, সেই সব ইতিহাসে উল্লেখিত রাজা ছাড়াও আরো বহু সেন বংশীয় রাজা (সামন্ত) রাঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করে গিয়েছেন। উজানীতে মহারাজ চন্দ্র সেন রাজত্ব করতেন। বিখ্যাত

www.pathagar.com

ফুলজীগ্রন্থ "চন্দ্র প্রজা" এবং ইপিগ্রাফিক ইনডাইস (XXIII ১৫৫) হতে জানা যায় যে, এই চন্দ্র সেনের পিতার নাম ছিল বিজয় সেন। ইনি বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন (খৃঃ ১১২৫—১১৫৮) নহেন। ইনি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। অতএব পূর্ববর্তী হবেন সন্দেহ নাই। মোঙ্গলকোটে প্রাপ্ত লিপিটি মসজিদে সন্নিবেশ কালে অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য চন্দ্র সেন রাজার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নি।

মোঙ্গলকোটের বণিকসমাজ

পাল রাজাদের রাজত্বকালে উজানী মোঙ্গলকোট সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। তৎকালে সমুদ্র হতে জোয়ারের পানি ভাগিরথী অজয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে মোঙ্গগলকোট পর্যন্ত "উজান" যেত বলে মোঙ্গলকোটের অন্য নাম উজানী। অজয়ের ভ্রমরার দহে উজানীর বণিকদের বহু বাণিজ্য তরী শোভা পেত। এখানে ধনপতি শ্রীমন্ত, সাধু প্রভৃতি বিখ্যাত সওদাগরগণ বসবাস করত। চম্পাইনগর নিবাসী চাঁদ সওদাগরের পুত্র লক্ষিন্দারের শ্বশুর বাড়ী ছিল উজানীতে। অর্থৎ সতী শিরোমনী বেহুলা এই দেশেরই কন্যা। সাধু ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এখানে বহু বণিকের সমাবেশ ঘটেছিল।

কবিকংকন চন্ডী হতে জানা যায়,

বর্দ্ধমান হতে বেনে ধনু দত্ত
সর্বজনে গায় যার কুলের মহত্ব ॥
চম্পাই নগরে আসে চাঁদ সওদাগর।
সংগে লক্ষিন্দসওদাগর চাপিয়া কুনুর ॥
কর্জ্জনার বেনে আসে নাম নীলাম্বর ॥
নয় ঘোড়া নয় ভাই বিনোদ নস্কর ॥
কাইতি হৈতে আইসে যাদবেন্দ্র দাস ॥
রঘু দত্ত আইল ঝাড় গ্রামে বাস ॥

www.pathagar.com

বাসু দত্তে আইল যার বাড়ী খন্ডঘোষ।
কুলে শীলে ব্যবহারে যার নাই দোষ।।
গোতানের মধুদত্ত আইসে পাঁচ ভাই।
মাধব যাদব হরি শ্রীধর বলাই।।
একে একে বণিকের কতকের নামা।
সাত শত বেনে আইসে ধনপতি ধামা।।

এ সব বণিকদলদের সমাবেশ হতে বুঝা যায় যে, উজানীর বণিকেরা বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গেড়-এর দরবারে উজানীর বণিকদের বেশ প্রভাব ছিল। এসব বণিকগণ দেশীয় বাণিজ্য-সম্ভারে সপ্তডিংগা সাজিয়ে দক্ষিণ পানে বাণিজ্যে যেত। ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে বাণিজ্য করতে এলে এইসব বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস করে দেয়।

জৈন-বৌদ্ধ-শক্তি শৈব-বৈষ্ণব সংস্কৃতি

উজানীর মোঙ্গলকোটে বর্তমানে জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কেউ নেই। তবে বিভিন্ন স্থানে জৈন ও বৌদ্ধদের স্মৃতিগুলি এতদঞ্চলে উভয় ধর্মের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মোঙ্গলবর্তীর মন্দিরে একটি সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি আছে। বাবলা ভাঙ্গা নামক স্থানে নংটেশ্বর মূর্তিটি জৈন তীর্থ দিগম্বর মূর্তি। এছাড়া বড় পোষ্লা নামক নামে নিত্তল নিমিত্ত একটি জৈন মূর্তি আছে। উজানী একান্ন পীঠের অন্যতম একটি পীঠস্থান। এখানে সতীর বামবাহু পতিত হয়েছিল। যথা ঃ

"উজানীতে কসোনি মোঙ্গলচন্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলেন্দ্রর শুভ যারে সেবি।"

এখানে পরবর্তীকালে 'মোঙ্গলচন্ডী' দেবীর খুব প্রভাব ছিল। এই মোঙ্গলচন্ডী দেবীকে নিয়ে কবি কঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী "চন্ডী" কাব্য রচনা করেছিলেন। এই দেবী ছিল পূজার পথ প্রদর্শিকা।

www.pathagar.com

মোঙ্গলচণ্ডী দেবীর মন্দির আছে। বহু শৈব তান্ত্রিকও এখানে দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য দেবের প্রেমধর্মের বন্যায় যখন শান্তিপুর ডুবু ডুবু হয়েছিল এবং নদে ভেসে গিয়েছিল, সেই বন্যার বেগ উজানীর বুকেও আছাড় খেয়ে পড়েছিল। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব ধর্মের সাধক নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন কবি লোচনানন্দ দাস। ইনিই মোঙ্গলকোটে প্রেমধর্মের বন্যা বহন করে এনেছিলেন।

কবি লোচনানন্দ দাস

কবি লোচন দাসের জন্মস্থান ছিল উজানী মধ্যস্থ কোগ্রাম। কবির পিতার নাম কমলাকর দাস। মাতার নাম সদানন্দী, ইনি শ্রীমন্ডের বৈষ্ণব সাধক নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। ইনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবঘতে ইনি বড়াই বুড়ীর অবতার। গুরুর আদেশে ইনি চৈতন্য মঙ্গল, কাব্য রচনা করেছিলেন। কাব্যটি তৎকালে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ইহা ছাড়া ইনি 'দুর্লভসার' এবং কিছু কিছু পদাবলীও রচনা করে গিয়েছেন। ছোট বেলায় মুর্শিদাবাদ জেলার 'কুকুটিয়া' গ্রামে এঁর বিবাহ হয়েছিল। ইনি কিছুতেই শ্বশুর বাড়ী যেতেন না। শেষে গুরুর অনুরোধে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পথিমধ্যে এক যুবতীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "মা ওমুকের বাড়ী কোথায় ?" যুবতীটি বাড়ী দেখিয়ে দিলে সেখানে গিয়ে হাজির হন এবং দেখেন উক্ত যুবতীই তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করার জন্য তিনি স্ত্রীকে আর স্ত্রীরূপে দেখতেন না। পতি-সহবাস বঞ্চিতা যুবতী তাই উজানীর নাম রেখেছিলেন 'কুগ্রাম'। এই কুগ্রাম হতে কোগ্রামের নামের উৎপত্তি। প্রতি বছর এখানে লোচনদাসের স্মরনার্থে পৌষ-সংক্রান্তির দিনে মেলা বসে।

আঠার আউলিয়া ও মুসলিম আক্রমণ

মোঙ্গলকোটে আঠার আউলিয়ার স্থান প্রসিদ্ধ। আঠারজন মুসলিম সাধুপুরুষ এখানে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে। তখন নাকি এখানে বিক্রম কেশরী নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ধর্ম প্রচার নিয়ে

www.pathagar.com

রাজার সাথে সংঘাত শুরু হলে সতেরজন আউলিয়া শহীদ হন। আর একজন পীর শাহ্ মোহাম্মদ গজনবী বিজয়ী হন। রাজা ঢাকার বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। অনেকের মতে এ তথ্যের কোন ভিত্তি নেই। আঠারো আউলিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিন খিলজীর (খৃঃ ১২১৩—২৭) সময়। দাক্ষিণাত্যের গঙ্গরাজ তৃতীয় ভীমের (১২১১—) বীরমন্ত্রী বিষ্ণুদেব গৌড় অভিযানে এসে বীরভূমের মুসলিম ঘাঁটি রাজনগর দখল করে নেন। এই সময় মুসলিম অভিযাত্রীদের মনে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল। এ সময় আবির্ভাব হয়েছিল আঠার জন আউলিয়ার। অতঃপর সুলতান গিয়াসউদ্দিন খিলজী মন্ত্রী বিষ্ণুদেবকে প্রচন্ড যুদ্ধে পরাজিত করে উড়িষ্যা পর্যন্ত নিয়েছিলেন। আঠারজন আউলিয়ার কয়েকজনের নাম ও স্বল্প পরিচয় নীচে দেওয়া হলো ঃ ১, হযরত শাহ্ মোহাম্মদ গজনবী এর জন্ম স্থান ছিল বর্তমান আফগানিস্তানের গজনী নগরে এর অন্য নাম ছিল "রাহী পীর" মোঙ্গলকোটের পশ্চিম দিকে কুনুর নদীর পশ্চিম তটে এক কুঞ্জবনে এই মহাত্মার মকরেবা আছে। ২, শাহ্ শহীদ (গ্রাম-পীল গোঁয়া)। (৩) হযরত গোরাই শাহ (গ্রাম—বক্সীনগর)। ৪, শাহ্ সৈয়দ (সৈয়দ হাটী)। ৫, পীর পঞ্চাতন (মোঙ্গলকোট খানা পাড়া) প্রমুখ। আর মোঙ্গলকোট গ্রামে আছেন। ৬, হযরত মুনীর শাহ্। ৭, শাহ্ কেরাম উদ্দিন। ৮, পীর আলী শাহ্। ৯, হযরত মালেক শাহ্। ১০, পীর ফিরোজ শাহ্। ১১, পীর শাহ সিরাজী। ১২, হযরত আলী। ১৩, হযরত আবু ইমাম। ১৪, পীর হাজী আলী। ১৫, খোজের খালসাই প্রমুখ।

অন্য কয়েকজন পীর ও আউলিয়া

হযরত ইসমাইল গাজী সুলতান রুকুনদ্দিন বারবাক শাহের সেনাপতি ছিলেন। ইনি হযরতের পবিত্র বংশের সন্তান। পবিত্র কুরআন শরীফের একটি শ্লোক শুনে ইনি ইসলাম ধর্মের প্রচারার্থে বেরিয়েছিলেন। ইনি উক্ত সুলতানের পক্ষ থেকে বহু দেশ জয় করেন এবং জনহিতকর কাজ করে

www.pathagar.com

গিয়েছেন। পরে সুলতানের আদেশে তাঁর প্রাণদন্ড হয়। গড়মান্দারণে তাঁর দেহ এবং রাতপুরের কাঁটাদুয়ারে তাঁর মস্তক সমাধিস্ত হয়। পথিমধ্যে যে সকল স্থানে তাঁর পবিত্র রক্ত পতিত হয়েছিল, সেখানে একটি করে মাজার গড়ে উঠেছে। এই ভাবে মোঙ্গলকোটে হযরত ইসমাইল গাজীর মাজার গড়ে উঠে।

হযরত আবদুল্লা গুজরাটী

মোঙ্গলকোট গ্রামের মধ্যে থানার সন্নিকটে এনায়েত কোয়ারের মসজিদের একপার্শ্বে মহা সাধক হযরত আবদুল্লা গুজরাটের আছে। এর আদি বাসসমাধি স্থান ছিল গুজরাটে। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোঙ্গলকোট গ্রামে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারার্থে। ইনি হযরত আবদুল হামিদ বাঙালীর সময় জীবিত ছিলেন।

হযরত শাহ জাকের আলী আল-কাদরী ও হযরত শাহ তোফায়েল আলী আল-কাদরী

হযরত শাহ জাকের আলী আল-কাদরী ও হযরত শাহ তোফায়েল আল-কাদরীসুদুর বাগদাদ হতে এখানে এসেছিলেন। এঁরা ছিলেন বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (রঃ)-এর পুত বংশের সন্তান। মেদিনী পুরের পীর বংশীয়দের সঙ্গে এঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে মেদিনীপুর এবং কলকাতার খানকাশরীফ লেনে এঁদের বংশধর আছে। এছাড়া মদিনার আনসর গোত্রীয় একজন দরবেশ পুরুষ এখানে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারার্থে। এখানেও এই সাধক পুরুষের মাজার ও বংশধর আছে।

মোঙ্গলকোটের কয়েকটি মসজিদ

উজানী মোঙ্গলকোটের বুকে কয়েকটি মসজিদ আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুলতান হোসেন শাহের মসজিদ। নসরত শাহের মসজিদ ও শাহজাহানের নির্মিত বারদুয়ারী মসজিদ। অজয়

www.pathagar.com

কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের অনতিদূরে হোসেন শাহী মজজিদটি অবস্থিত। নূতন হাটের বড়বাজার পল্লীতে একটি উঁচু টিলার উপর নির্মিত মসজিদটির আরবী শিলালিপির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

> ঈশ্বর বলিয়াছেন ... ... সৎ মাননীয় আলাউদ্দীনীয়া আদ্দীন আবুল মোজাফ্ফর হোসেন শাহ্ সুলতান, হুসেন বংশীয় সৈয়দ আশরফের পুত্রঃ ভগবান তাঁর রাজত্ব ও গৌরব চিরস্থায়ী করুন। ৯১৬ সালে নির্মিত হইল।

এই মসজিদের একটি শিলা-ফলকে 'চন্দ্রসেন' নামক এক রাজার নাম উল্লেখিত হয়েছে। মোঙ্গলকোট গ্রামের মধ্যে হযরত আবদুল হামিদ বাঙলীর সমাধির একটু পশ্চিমে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ নির্মিত একটি মসজিদ ছিল। বর্তমানে এর অবস্থা খুব জীর্ণ। ফলকটিতে আরও লেখা আছে ঃ

> এই জামে মসজিদ হুসেন শাহের পুত্র প্রশংসিত সুলতান সুলতানের পুত্র সুলতান, নসেরউদ্দুনীয়া আদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরৎ শাহের "রাজত্বকালে নির্মিত, ঈশ্বর তাহার রাজত্ব ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করুন। এর নির্মাণকারী মুরজম মোরাদ হায়দর খানের পুত্র। তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক। ৯০৩সালে নির্মিত হইল।—(৮ম বঙ্গীয়সাহিত্য সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ)

দানেশমন্দ (রাঃ)-এর জীবনী আলোচনা কালে সম্রাট শাহজাহানের মসজিদের কথাও আলোচিত হবে। এছাড়া থানার সন্নিকটে এনায়েত কোয়ারের নির্মিত একটি মসজিদ আছে। এই কোয়ার সাহেবের বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা সালার গ্রামে।

হযরত মাওলানা শায়েখ হামিদ দানিশমন্দ বাঙালী (রঃ)

উজানী মোঙ্গলকোটের বিখ্যাত কাজী বংশে হযরত হামিদ বাঙালী জন্মগ্রহণ করেন। এই কাজী বংশ বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলিম বংশ-

www.pathagar.com

গুলির অন্যতম। এই কাজী বংশের পূর্বপুরুষ তৎকালে বাদশাহ ও সম্রাটদের থানায় কাজী বা বিচারক ছিলেন। এর জন্য তাঁরা প্রচুর সম্পত্তি নিষ্কররূপে পেয়েছিলেন।

তুরস্ক অতি প্রাচীন সভ্যতার দেশ, প্রাচীন যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন এর বুকে পাওয়া যায়। এদেশে পশ্চিম প্রান্তে মধ্যকৃষ্ণ সাগরের পশ্চিমতীরে কনস্‌টান্টিনেপোল বা ইস্তাম্বুল শহর অবস্থিত। পূর্বে এই প্রাচীন নগরটি তুরস্কে রাজধানী ছিল। অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরমশিখরে সমাসীন, তার প্রদীপ্ত সভ্যতা যখন বিশ্বে নন্দিত তখন এই নগরী ছিল অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমের যেরূপ কৃষ্টি কালচারের গৌরব ছিল, অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানীরও তদ্রূপ গৌরব ছিল। তৎকালে রোমের যশ হরণ করেছিল বলে মুসলিম জাহানে নগরটি রোম বারুম নামে পরিচিত ছিল। আজ সে সাম্রাজ্য নেই। সে গৌরবও নেই। সুপ্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিবাহী এই নগরী বহু জ্ঞানী-গুণী, তাপস—দরবেশদের জন্ম দিয়েছে। মোঙ্গলকোটের কাজীদের ও পূর্ব পুরুষগণের আদি বাসস্থান ছিল এই প্রাচীন নগরীতে। এঁরা কিভাবে ভারতবর্ষে তথা মোঙ্গলকোটে এসেছিলেন, সে কথাই এবার বলছি।

পূর্বপুরুষের ভারতে আগমন

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ইসলামের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে হযরত (সাঃ)-এর সমসাময়িক কালেই। পরে ৭১০ খৃঃ মোহাম্মদ বিন কাসেম সিন্দু দেশ জয় করেন। পরে দ্বাদশ খৃস্টাব্দে গজনীর সুলতানের ভ্রাতা ও সেনাপতি শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আক্রমণ পরিচালনা করেন। সে সময় দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি ছিলেন পৃথিরাজ চৌহান। ইনি জাতিতে রাজপুত ছিলেন। এ সময় ভারতবর্ষ বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এসব রাজাদের পারিবারিক সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না।

www.pathagar.com

এই গৃহ বিবাদের ফলে বিদেশীদের ভারত আক্রমণ সহজ হয়ে উঠেছিল। দিল্লীর নিকটস্থ তরাইনের রণক্ষেত্রে প্রথমবারের মত ঘোরী পরাজিত হলেও পর বৎসর এই তরাইনের যুদ্ধেই তিনি জয় লাভ করেন। তাঁর করতলগত হয় দিল্লী ও আজমীর। ইতিপূর্বে হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তী (রাঃ) আজমীরে এসেছিলেন ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এ ভাবেই ভারতের বুকে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। বলাবাহুল্য তিনি প্রথম জীবনে সামান্য দাস ছিলেন। সেহেতু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম ইতিহাসে দাস-বংশ নামে পরিচিত। তার মৃত্যুর পর তার জামাতা ইলতুতমিশ এই নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাম্রাজ্যের সুলতান হন (১২১০)। এই সময়ে মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খানের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁর দুর্দম বাহিনী এশিয়ার বিভিন্ন স্থান অধিকার করে। তাদের হাতে পতন হয় অনেক সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের। কনস্‌টান্টিনোপলও এই সময় আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ভাগ্যান্বেষীর দল ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি জমায়। অবশ্য ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য, ধনরত্ন, কৃষি-সম্ভার, চিরকাল বিদেশীদের আকর্ষণ করেছে। মোঙ্গলকোটের কাজী বংশের এবং অযোধ্যার কিদোয়ারী বংশের আদি পুরুষ মোহম্মদ কুদুয়াতউদ্দীন এই সময় পিতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতবর্ষে চলে আসেন। তিনি ছিলেন আরবী ও পার্সী ভাষাভিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি। সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁকে দিল্লীর প্রধান কাজীর পদ প্রদান করেন। বলাবাহুল্য, যোগ্যতার সঙ্গেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষকেই তিনি স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

বংশ পরিচয়

তুঘলোক সম্রাট ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫১ খৃঃ) দিল্লীর এই কাজী বংশীয় দুই ব্যক্তি যথাক্রমে অযোধ্যা এবং মোঙ্গলকোটে চলে আসেন। এইভাবে একটি বাংলা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

অযোধ্যায় যিনি আসেন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত কিদোয়ানী বংশ। মোঙ্গলকোটে আসেন কাজী জিয়াউদ্দিন। বলাবাহুল্য ইনিই মোঙ্গলকোটের কাজী বংশের আদি পুরুষ। অযোধ্যা ও মোঙ্গলকোটের কিদোয়ানী এবং কাজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা একই পিতামহের পৌত্র ছিলেন। মোঙ্গলকোটের কাজীদের প্রতিষ্ঠাতা কাজী জিয়াউদ্দিন বাংলাদেশে কাজীর পদ নিয়াই এসেছিলেন।

বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে উজানী মোঙ্গলকোট অবস্থিত। স্থানটি হিন্দু জৈন এবং বৈষ্ণবদের তীর্থকেন্দ্র ছিল। মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে এখানে অষ্টাদশ আউলিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল। সেহেতু মোঙ্গলকোট ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থকেন্দ্র ছিল। দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিতির জন্য স্থানটি ছিল অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। তাই এই স্থানটিতে তিনি বসবাসের জন্য স্থির করেছিলেন।

ইমন (ইয়েমেন) দেশের বিখ্যাত সাধক হযরত শাহ জালাল ৩৬১ জন সঙ্গী নিয়ে ওস্তাদের আদেশে ভারতবর্ষে আসেন। ত্রিবেনীর জাফর খাঁ গাজী, পাণ্ডুয়ার (হুগলী) শাহ্ সুফী সুলতান তাঁর ৩৬১ জন সঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত জাফর খাঁ গাজী ও শাহ্ সুফী সুলতান নিজ পীরের আদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য যথাক্রমে ত্রিবেনী ও পাণ্ডুয়া জয় করেছিলেন। সেখানেই তাঁদের মাজার বিদ্যমান। উক্ত জিয়াউদ্দিন শাহ্ সুফী সুলতানের তীর ছোঁড়ার গুরু ছিলেন। হযরত শাহ জালালের পবিত্র মাজার বাংলাদেশের সিলেটে আছে। কাজী জিয়াউদ্দিনের অধঃস্তন বংশধর কাজী দেলোয়ার হোসেন। আমাদের আলোচ্য হযরত হামিদ বাঙ্গালী দানেশমন্দ (রাঃ) এই দেলোয়ার হোসেনের সুযোগ্য পুত্র। কাজী বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন।

জন্ম ও শৈশব

বিখ্যাত মুগল সম্রাট আকবর শাহ তখন দিল্লীর তখ্‌তে তাউসে সমাসীন। এই সময় দূরসুবে বাংলার রাঢ় অঞ্চলে বর্দ্ধমানের উজানী

www.pathagar.com

মোঙ্গলকোট নামক অষ্টাদশ আউলিয়া-খ্যাত গ্রামে আর এক আউলিয়ার আবির্ভাব হয় খৃস্টীয় ১৫৯৮ অব্দে। ইনিই হযরত হামিদ বাঙ্গালী (রাঃ)। শোনা যায় ইনি জন্মক্ষণে তিনবার পবিত্র আল্লাহু আকবার ধ্বনী উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর পিতা কাজী দেলোয়ার হোসেন একজন উচ্চশ্রেণীর আলেম বা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। নবজাতকের নাম রাখা হয় আবদুল হামিদ।

তার পিতার নিকটেই শুরু হয় তাঁর বাল্য শিক্ষা। অতি শৈশব থেকে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তৎকালে মোঙ্গলকোটে একটি মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসা ছিল। এই মাদ্রাসাতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এ সময় পিতার নিকট তিনি উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। বলাবাহুল্য, এ সময় কুরআন ও হাদীস শরীফ সম্পর্কে তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। শোনা যায় এ সময় তিনি সমগ্র কুরআন শরীফ কন্ঠস্থ করেন।

যথাসময়ে তাঁর মোঙ্গলকোটের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতঃপর পিতা পুত্রকে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং এই সিদ্ধান্ত তিনি কার্যে পরিণত করেন। এ সময় দিল্লী, লাহোর আগ্রা প্রভৃতি স্থানে উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তৎকালে মুগ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আগ্রা বা হায়দারাবাদ। মুগল সাম্রাজ্য তখন গৌরবের উচ্চচূড়ায় সমাসীন। সম্রাটদের উদার দৃষ্টিভংগীর জন্য দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় নূতন, নালন্দারূপে গড়ে উঠেছিল। আরবী, ফার্সী এবং ইসলামী দর্শনের সংগে সংগে এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের তুলনামূলক শিক্ষাও দেওয়া হত। শিক্ষার্থীদিগকে হিন্দু কৃষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্য রামায়ন, মহাভারত, উপনিষদ প্রভৃতির ফারসী অনুবাদ করা হয়েছিল। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে উপনিষদ সংকলিত হয়েছিল। ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীগণ এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা লাভের জন্য জড়ো হতেন। সুবিখ্যাত আলেম

www.pathagar.com

ও মুফ্‌তিগণ ইসলামের জটিল শাস্ত্রের শরিয়তী ব্যাখ্যাগুলি অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন।

আবদুল হামিদ প্রথমতঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরূপে যোগদান করেন। এখানে তিনি হাদীস, ফিকাহ, কেয়াস, এজমা প্রভৃতি ইসলামী জটিল শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাগুলিতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এখানেও তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। শোনা যায় শাহজাদা খুর্‌রম তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

দিল্লীর পাঠ সমাপান্তে তিনি লাহোর যাত্রা করেন। লাহোরে তিনি ইসলামী শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থগুলি পাঠ করেন। এখানেও তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বলাবাহুল্য এই তীক্ষ্ম প্রতিভাধর বাঙালী ছাত্রের প্রতিভা দেখে সারা ভারত চমৎকৃত হয়েছিল।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি বিদগ্ধ সমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম-রূপে পরিচিত হন। এই সময় দিল্লীর মুগল বাদশাহ্‌ ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। শিক্ষান্তে তিনি দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। এ সকল স্থানের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে শাস্ত্র আলোচনায় তিনি কালাতিপাত করেন। এভাবে তিনি আরও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আগ্রার আবদুর রহমান মুফ্‌তী ছিলেন একজন বড় পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গেও তিনি নানা ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মালোচনায় কালাতিপাত করেন।

মুফ্‌তী আবদুর রহমান কাবলী

এই মুফ্‌তী সাহেবের বাড়ী ছিল আগ্রার আকবাবাদ পল্লীতে। ইসলাম ধর্মের কোন জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হলে, যারা হাদীস এবং ফিকাহ দ্বারা সহজ সমাধান করে দেন বা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কীয় কোন বিষয় ফতোয়া নির্দেশ দেন তাঁকে মুফ্‌তী বলে। আবদুর রহমান মুফতী ছিলেন একজন বিখ্যাত মুফ্‌তী। তিনি তৎকালীন

www.pathagar.com

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভাষদ ছিলেন। যখন শায়খ আহাম্মদ ফারুকী (রাঃ) সিরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) সাহেব সম্রাটের আদেশে দরবারে আসেন। সে সময় তাঁকে সম্রাটের সম্মুখে সেজদায় নত হতে বলা হয়। তিনি মহাপরাক্রান্তশালী একক স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট জীবের অন্য কাউকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানান। এ সময় তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে পড়ে। তখন তাঁর অন্যতম বন্ধু ও ভক্ত আবদুর রহমান মুফ্‌তী তাঁকে সম্মানজনিত সিজদাহ করার শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, প্রাণ বাঁচান অবশ্য কর্তব্য। তবুও ফারুকী সাহেব সিজদা করেন নি।

আবদুল হামিদ খান আগ্রা পরিভ্রমণ করেন। তখন এই মুফ্‌তী সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মুফ্‌তী সাহেব অবশ্য পূর্ব হতেই তাঁর জ্ঞান-গরিমার পরিচয় পেয়েছিলেন। অতি অল্প দিনেই উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। আবদুল হামিদ প্রায়ই মুফ্‌তী সাহেবের বাড়ী আসতেন ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা করতেন। মুফ্‌তী সাহেব ছিলেন শেখ আহাম্মদ ফারুকী সিরহিন্দীর অন্যতম শিষ্য। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পীর ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। মুফ্‌তী সাহেব কথা প্রসঙ্গে উক্ত পীর সাহেবের কথা ও তাঁর আধ্যাত্মিকতার কথা আবদুল হামিদকে জ্ঞাত করেন। আবদুল হামিদ প্রথমদিকে কিন্তু এ সমস্ত পীর ফকিরীতে বা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করতেন না।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে শেখ আহাম্মদ ফারুকী সরহিন্দীর (রাঃ) সঙ্গে আবদুল হামিদের এই মুফ্‌তী সাহেবের বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়। মোজাদ্দেদ ছিলেন অন্তর্দর্শী। তিনি বাংলার অপূর্ব প্রতিভাধর পণ্ডিতকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বাগতঃ জানালেন তিনি আবদুল হামিদকে। দীর্ঘদিন বিদেশে অতিবাহিত করার পর শ্যামল বাংলার জন্য, জন্মভূমি মোঙ্গলকোটের জন্য, পিতা-মাতার জন্য অন্তর তাঁর কেঁপে উঠল। তিনি দেশে ফেরার জন্য

www.pathagar.com

চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে আধ্যাত্মিকতায় পণ্ডিত করবেন তাই দেশে ফিরতে আরো এক বছর দেরী হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গেই তাঁর আধ্যাত্মিক দীক্ষাগুরু হযরত শেখ আহম্মদ ফারুকী সিরহিন্দী (রাঃ) মোজাদ্দেদে আলফেসানীর স্বল্প পরিচয় এখানে অপরিহার্য।

হযরত আহমদ ফারুকী সরহিন্দী

শিক্ষা সমাপ্তির অনতিকাল পরেই হযরত দানেশমন্দ তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সংস্কারক হযরত আহম্মদ ফারুকী সরহিন্দী মোজাদ্দেদে আলফেসানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। হিজরী ৯৭১ অব্দে ১৪ই সওয়াল তারিখে পাঞ্জাবের সরহিন্দ শহরে এই মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম মখ্দুম শেখ আবদুল আহাদ (রঃ)। তিনিও তৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। হযরত আহমদের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ তাঁর আবিভাবের আভাষ দিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমেনিন ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর বংশধর। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তাঁর উদ্দেশ্যে স্বীয় পবিত্র খিরকা বা অঙ্গরাখা রেখে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তিনি ছিলেন মোজাদ্দেদে আলফেসানী অর্থাৎ দু হাজার বছরের ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারগুলির সংশোধনকারী।

দুনিয়ায় শেষ পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। আসবেন সংশোধনকারী। মুগল রাজত্ব-কালের প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মের মধ্যে নানারূপ শির্ক ও কুসংস্কারের সংশোধনকারীরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক—যেমন মওলানা কামাল ফারুকী, শেখ ইয়াকুব কাশ্মিরী, মহাপণ্ডিত বাহলুল বদকশানী প্রমুখ—ব্যক্তিগণের নিকট হ'তে তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। কিছুদিন পর তিনি

www.pathagar.com

খাজা বাকী বিল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট নক্‌শবন্দিয়া তরিকার আধ্যাত্মিক বিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। পরে ইনি নিজ সাধনাবলে নক্‌শবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকাকে একত্রিত করেছিলেন। ইনি নক্‌শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রবর্তনকারী।

সম্রাট আকবরের নবরত্নের রত্নদ্বয় আবুল ফজল ও ফৈজী তাঁর অন্যতম বন্ধু ছিলেন। অবশ্য পরে আকল ও আকিদার প্রশ্নে বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ ঘটে। একবার কথা প্রসঙ্গে মোজাদ্দেদ সাহেব জানতে পারলেন যে, আবুল ফজল ও ফৈজী ইসলাম ধর্মের বিধি-নিষেধ পালন করেন না। একথা অবগত হওয়ার পর তিনি তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। একবার রমজান শরীফে রোজার সময় ২৯ তারিখে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিকের জন্য চাঁদ দেখা যায়। সম্রাট আকবর স্বয়ং চাঁদ দেখেছিলেন। পরদিন সম্রাটের কথামত সকলে ঈদ উৎসব পালনের জন্য রোজা ভঙ্গ করছিলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে উদাসীন সম্রাটের কথায় তিনি রোজা-ব্রত ভঙ্গ করেন নি। আবুল ফজল ও ফৈজী তাঁকে যথেষ্ট অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ নিষ্ঠায় ছিলেন অবিচল। ঠিক সেই সময় কয়েকজন পরহেজগার মুসলমান তাঁকে চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রোজা ভঙ্গ করতঃ ঈদ উৎসবে যোগদান করেন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেন। সম্রাট থাকাকালীন প্রথমদিকে তিনি ধর্মে-কর্মে উদাসীন ছিলেন। এই সময় মোজাদ্দেদ সাহেব তাঁর শিষ্যদিগকে নিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর বহু সৈন্য তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কুচক্রীগণ অহরহ সম্রাটের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করতে লাগলেন। তারা একথা প্রচার করল যে, মোজাদ্দেদ সাহেব শাহী সৈন্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে একদিন দিল্লীর মসনদই অধিকার করবেন। একথা শুনে সম্রাট খুব বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং অবিলম্বে তাঁকে দিল্লীতে হাজির হতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সম্রাটের কথামত তিনি দিল্লীর দরবারে আগমন

www.pathagar.com

করেন। কিন্তু সাম্রাটকে তিনি কুর্নিশ করেন নি বা সালামও দেন নি। এতে সম্রাট ও তাঁর মন্ত্রীগণ ক্ষুব্ধ হন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কুর্নিশ সেজদারই নামান্তর। একক স্রষ্টা ছাড়া কোন সৃষ্টিকে তিনি কুর্নিশ করবেন না। দ্বিতীয়তঃ সম্রাটের সুরাপানে উন্মত্ততার জন্য তাঁকে সালাম দেন নি। এজন্য সম্রাট তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর তাঁকে গোয়ালিয়ার নামক দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। এ ঘটনার জন্য যুবরাজ খুর্রম এবং মুফ্তী অত্যন্ত ব্যথিত হন। মুফ্তী সাহেব ফতোয়া দেন যে, প্রাণ রক্ষার্থে সম্মান সূচক কুর্নিশে কোনরূপ বাঁধা নেই। তথাপি তিনি কুর্নিশের পরিবর্তে কারাবাসই বরণ করেছিলেন।

কারাবাসের সময়ও বহু বন্দী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর সম্রাট ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তিদান পূর্বক নিজেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহু খলিফা প্রেরণ করেছিলেন। হিজরী ১০৩৪ অব্দে ২৮ সফর মঙ্গলবার তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। বর্তমান পাঞ্জাবের সেরহিন্দ শরীফে এই মহাপ্রাণ ওলিয়ে কামেলের পবিত্র মাযার আছে।

মোজাদ্দেদে আলফেসানী ও হামিদ বাঙালী

আমরা এবার পূর্ব প্রসঙ্গে অর্থাৎ আগ্রার মুফ্তী আবদুর রহমানের সম্পর্কে আলোচনা করব। আবদুল হামিদ মুফ্তী সাহেবের বাড়ী হতে নিজ দেশে ফেরার উদ্যোগ করছেন। ঠিক সে সময় ফারুকী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আবদুর রহিম মুফ্তী সাহেব। অবশ্য পূর্বহতে উভয়ে উভয়কে জানতেন। পরিচয়ের পর সে রাত উভয়েই মুফ্তীসাহেবের বাড়ীতে কাটালেন। শোনা যায়, হযরত হামিদ বাঙালী'র উপর তিনি উক্ত রাতেই আধ্যাত্মিকতা প্রয়োগ করেছিলেন।

www.pathagar.com

শেষকালে হযরত হামিদ পুঁথি-পত্তর নিয়ে বাংলার পথে পা বাড়ালেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ। শক্তিমান মহাপ্রভু তাঁর যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করলেন। একটি অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ তিনি ফেলে রেখেছিলেন মুফ্‌তী সাহেবের বাড়ীতে। ওটা নিতে তাই পুনরায় তাঁকে ফিরে আসতে হল। এসেই দেখলেন মোজাদ্দেদ সাহেব সেখানে বসে আছেন। অতঃপর তিনি তাঁকে মধুর সম্ভাষণে নিজ পার্শ্বে উপবেশন করালেন। এতে তিনি খুব বিচলিত হয়ে উঠলেন। মোজাদ্দেদ সাহেব বললেন, কোন একটি বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি চলে যাবেন। এর পর তিনি হামিদের প্রতি এক মর্মভেদী দৃষ্টিপাত করলেন। এর ফলে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর অন্তাস্থলকে। পরে তিনি পা বাড়ালেন সেরহিন্দের দিকে। এই মর্মভেদী দৃষ্টি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হলো। পতঙ্গবৎ আলোক শিখার দিকে ছুটে গেলেন তিনি। ইতিমধ্যে মোজাদ্দেদ সাহেব মহাপ্রান্তে হারিয়ে গেলেন। হযরত হামিদ ছুটছেন পথে পথে। যেন সেই "পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি।" অবশেষে মোজাদ্দেদ সাহেব তাঁকে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে গেলেন সেরহিন্দে। বিশ্ব-প্রেমের এমনি মোহ। বিশ্ব-প্রেমিকের প্রেমে আত্মহারা হয়ে ভুলে গেলেন মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নি ও প্রিয় জন্মভূমি।

সেরহিন্দ শরীফে আবদুল হামিদ

সরহিন্দ ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালে সাবেক ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, ভারত ও পাকিস্তান। যা আজ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সেরহিন্দ শহর ভারত রাষ্ট্রস্থিত পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত। এক সময় ভারতবর্ষের উক্ত অঞ্চলে দু'জন নবীর আবির্ভাব হয়েছিল। সেরহিন্দ শরীফের ২০ মাইল দূরে এখনও তাঁদের মাযার আছে। হযরত মোজাদ্দেদ এই সমাধিদ্বয় আবিষ্কার করেছিলেন।

www.pathagar.com

যাহোক, আবদুল হামিদ মোজাদ্দেদ সাহেবের সঙ্গে সরহিন্দ শরীফে উপনীত হলেন। অতঃপর গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। মোজাদ্দেদ সাহেব নক্‌শবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রবর্তক। এই পদ্ধতিতে কঠোর সাধনা শুরু হল হামিদের। অধ্যাত্মবাদের এই সাধনা অতি-কষ্টকর ও জটিল।

সেরহিন্দ শরীফে হযরত হামিদের পীরের প্রদত্ত নাম, 'হামিদ বাঙালী' তাঁর বাড়ী ছিল পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলাস্থ মোঙ্গলকোটে, সেহেতু তাঁর পীরের দরবারের নাম ছিল 'বাঙালী'। অনেকে বলেন, আস্তানায় এক নামের দু'জন শিষ্য থাকার জন্য একজন থেকে অন্যজনকে চিহ্নিত করার জন্য এই নাম-করণ হয়েছিল। পাঞ্জাবের লাহোর নিবাসী অপর একজন হামিদ ছিলেন। তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'হামিদ লাহোরী'। ওস্তাদপ্রদত্ত এই নামের জন্য তিনি খুব গর্বানুভব করতেন। আবদুল হামিদ বছরাধিককাল পীর সাহচর্যে কঠোর সাধনান্তে সিদ্ধিলাভ করেন, এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উপনীত হন। তখন তাঁর নাম হয় 'দানেশমন্দ'। বলা বাহুল্য, এই উপাধিও তাঁর পীরের দেয়া। 'দানেশ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। 'দানেশমন্দ' অর্থ জ্ঞানকে যিনি ধারণ করেছেন। এই ভাবে তাঁর পুরো নাম হয় কাজী হামিদ বাঙালী দানেশমন্দ। হযরত ফারুকী মোজাদ্দেদে আলফেসানী তাঁকে বাংলাদেশে নিজ খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার ও এই ধর্মের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারগুলোর মূলোচ্ছেদ করা হবে তাঁর প্রধান কাজ। তাঁর উপাধি ছিল "খলিফায়ে আউয়াল" অর্থাৎ এক নম্বর খলিফা। এই সময় তিনি তাঁর ওস্তাদকে বলেছিলেন যে, তাঁদের গ্রামে আবদুল্লা গুজরাটী বেলায়েত পানাহ্‌ নামে একজন দরবেশ আছেন। তখন হযরত বলেন যে, উভয়ে সমবেতভাবে যেন ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। মোঙ্গলকোট থানার নিকট এনায়েত কোয়ার সাহেবের নির্মিত মসজিদের মধ্যে উক্ত মহান সাধকের মাযার আছে। পরে আমরা তাঁর পবিত্র জীবনী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা করব।

www.pathagar.com

হামিদ বাঙালীর প্রতি হযরত ফারুকী সাহেবের নির্দেশ ছিল যে, কোনদিন যেন উক্ত গুজরাটী সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবাদ না হয়। বলাবাহুল্য, হামিদ বাঙালী এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। নীচে মোজাদ্দেদ সাহেব প্রদত্ত আরবী খেলাফতনামা এবং তার বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো। হযরত মাওলানা শায়েখ বাঙালী কুদ্দেসান সেররুহুল আযীয, মাকাম মোঙ্গল-কোট, জেলা বর্ধমান। হযরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী (রঃ)। খেলাফতনামাই হযরত মাওলানা শেখ হামিদ বাঙালী কুদ্দেসান সেররুহুল আজিজকো যো এনায়েৎ ফরমায়াথা ওহ্ইয়ে হ্যায় ঃ

খেলাফতনামা ঃ—

আম্মা বাদাল হামদো ওয়াস সালাতে অহিয়া কুলুল আবদুল মোকতাকেরো ইলা রাহমাতিল্লাহিল মালেকিল ওয়ালিউল আহ্মাদুবন, শায়খে আব্দেল আহাদেল ফারুকী ওন্নাক্শাবান্দীউ রাহেমাহুমুল্লাহ, ছোবহানাহু, রাহ্মাতাওয়া সেয়াতান আন্নাল মাখান আ'লাল ওয়াচ্ছদি ক্বাচ্ছালেহা আলেমা উলুমিশ শরিয়তে ওয়াত তরিকাতে ওয়াল হাকিকাতেশ্ শায়খা হামিদানেল বাঙালীয়া ওয়াফফাকা হুল্লাহ সোবহানাহু, লেমাইয়োহেববুহু, ওয়া ইয়ারদাহা লাম্মা কাতায়া' মানাযেনাচ্ছুলুকে ওয়া আরোজা মায়ারেজাল ওয়াঅছালা এলা দারাজাতেল বেলায়াতে বাদাআন হাসালা লাহুন ইনদিরামুন্নিহায়াতে ফিল বিদায়াতে।

বাংলা অনুবাদ ঃ

"আল্লাহ্ ও রসুলের প্রশংসার পর এই ফকির যিনি আল্লাহ্তালার দয়ার উপর নির্ভর করেন, তিনি ফকির আহমদ, পিতার নাম শেখ আবদুল আহাদ ফারুকী নক্শবন্দী (উভয়ের উপর আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হউক), বলিতেছেন যে, ভাই আবদুল হামিদ বাঙালী (আল্লাহ্ তাহাকে নিজ ভালবাসা এবং পছন্দমত কাজের ক্ষমতা দেন) যিনি আলেম

www.pathagar.com

সিদ্দিক সালেহ্ হাকিকত, তরিকত ও শরিয়ত বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিকতার সমস্ত ধাপ অতিক্রম করে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যিনি ওলি ও আল্লাহ্র প্রিয়তম। এই জন্য তাঁকে সৎ লোক, শিষ্য এবং ছাত্রদেরকে নখ্শবন্দীয়া পদ্ধতিতে (আল্লাহ্ তাঁর দীক্ষাকে সফল করুন) শিক্ষা দেবার অনুমতি দিলাম। আল্লাহ্ ও রসুলের হুকুম মত এই অনুমতি দেয়া হল। আল্লাহ্ তাঁকে অন্যায় ও আল্লাহ্-বিরুদ্ধ কাজ হতে বাঁচান এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ মত কাজ করার ক্ষমতা দিন।"

এটাই হল মূল খেলাফতনামার অনুবাদ। উক্ত খেলাফতনামা হতে আমরা তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। তিনি সিদ্দিক, সালেহ্ প্রভৃতি সম্মানেও ভূষিত ছিলেন। শরিয়ত, হকিকত, তরিকত, মারেফত প্রভৃতি ইসলামী বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তদুপরি আধ্যাত্মিকতার সমস্ত কঠিন ধাপ অতিক্রম করতঃ আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। স্বয়ং পীর মোজাদ্দেদে আলফেসানী তাঁকে নিজ ভাই-এর মত দেখতেন।

সরহিন্দ শরীফে সুখে-দুঃখে একটি বছর কেটে গেল। হযরত ফারুকী দেখলেন, তাঁর মন হতে সমস্ত আত্মগরিমা কেটে গেছে। তাই তাঁকে আধ্যাত্মিকতার চরম শিক্ষা দিয়ে জন্মভূমি বঙ্গদেশে তথা মোঙ্গলকোটে ফিরে যেতে বললেন। বহুদিন পরে তাঁরও সুজলা, সুফলা নদী বেষ্টিত বাংলার মনোরম পল্লী মোঙ্গলকোটের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল অষ্টাদশ আউলিয়ার স্মৃতি। তাই তিনি সত্বর দেশে ফিরতে মনস্থ করলেন। ওস্তাদের কাছে চেয়ে নিলেন দোয়া এবং একজোড়া খড়ম। তারপর সেই খড়ম মাথার পাগড়ীতে বেঁধে নিয়ে পা বাড়ালেন সুদূর বাংলার পথে।

মোঙ্গলকোটে দানেশমন্দ

ক্রমেক্রমে সুবার পর সুবা, পরগণার পর পরগণা অতিক্রম করে তিনি উপনীত হলেন বিহার শরীফে। সেখানের বিখ্যাত মাযার শরীফে

www.pathagar.com

কাটালেন একদিন। তারপর আবার বাংলার পথে। অবশেষে একদিন বাংলা তথা মোঙ্গলকোটে উপনীত হলেন তিনি। পুত্রহারা জনক-জননীর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার নেমে এল। খুশির তুফান নেমে এল সারা গাঁয়ে। তাঁর জীবনে যা ঘটেছিল তা তিনি জানালেন—আত্মীয়-স্বজন ও পিতা-মাতাকে। তিনি যে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হয়েছেন এবং মোজাদ্দেদ সাহেবের নিকট খেলাফত পেয়েছেন এ কথা শুনে সবাই যারপরনেই আনন্দিত হলেন।

গ্রামে এসেই তাঁর প্রধান কর্তব্য হল ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সকলকে সুশিক্ষা দান করা। সেই সঙ্গে শিষ্যদেরকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করা। এজন্য প্রয়োজন ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসা। বলাবাহুল্য, পূর্ব হতে একটি মাদ্রাসা এখানে ছিল। সে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি। তাঁর শিক্ষকতার গুণে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। তাঁর সুনাম, তাঁর পান্ডিত্যের কথা গোলাবের সৌরভের ন্যায় বাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গন্ধ-প্রলুব্ধ মৌমাছির ন্যায় সকলে মোঙ্গলকোটের দিকে ছুটে এল। এই মাদ্রাসাতে আরবী, উর্দু, ফার্সী, কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্ প্রভৃতি জটিল ধর্মীয় ব্যাখ্যা বা ধর্মশাস্ত্র এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো।

ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পুরাতন মাদ্রাসায় ছাত্র সংকুলান হচ্ছিল না। সেজন্য তিনি নতুন একটি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেন। প্রথমে একটি বিরাট মাদ্রাসা নির্মিত হলো। দেশ-বিদেশের বহু ছাত্রের অধ্যয়ন কেন্দ্র হল এখানে। বাংলার বুকে সৃষ্টি হল নতুন মাদ্রাসা। দানেশমন্দ সাহেবের সাহচর্যে থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র কঠোর সাধনান্তে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উন্নীত হয়েছিলেন। এইভাবে দিন দিন ইসলাম ধর্ম বাংলার বুকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য তৎকালীন শাসকগণ কিছু জমি-জমা দান করেছিলেন। পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান এ মাদ্রাসাকে বিপুল সম্পত্তি দান করেছিলেন। যথাস্থানে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে

www.pathagar.com

আলোচনা করব। তবে এই সম্পত্তির কণামাত্রও বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। ইসলামের অনুশাসন শিক্ষার জন্য যে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা তিনি করে গিয়েছিলেন আজ আর সে মাদ্রাসার অস্তিত্ব নেই। কালের করাল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তা। দানেশমন্দ সাহেবের বসত-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের কিছু চিহ্ন আজও দেখা যায়। স্থানটি কত অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেখান হতে একদিন কুরআন-হাদীসের সাম্যগানের সুর ভেসে আসত সেখানে আজ জীব-জানোয়ারের আস্তানা। এটা খুবই দুঃখের কথা। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের আউলিয়াদের জন্মভূমি এবং বাসস্থান তীর্থসদৃশ। কিন্তু অষ্টা-দশ আউলিয়াখ্যাত পবিত্র মোঙ্গলকোট গ্রামের অন্যতম মুসলিম সাধক এবং মহাপণ্ডিত দানেশমন্দের মত ব্যক্তির বাসস্থানের আজ কি দুর্দশা!

হযরত দানেশমন্দের দরবারে শাহজাদা খুররম ঃ

মুগল ইতিহাসে নূরজাহান একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর পূর্ব নাম ছিল মেহের-উন-নিছা। বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের সঙ্গে এঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল। এদের কন্যার নাম "লাদলী বেগম"। আকবর শাহের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর হলেন ভারতবর্ষের সম্রাট। এ সময় বর্ধমানে বিদ্রোহ হয়। তখন সম্রাট এ বিদ্রোহ দমনার্থে সেনাপতি কুতুব-উদ্দীনকে বর্ধমানে প্রেরণ করেন। শের আফগানের সঙ্গে কুতুবউদ্দীনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। উভয়েই যুদ্ধে প্রাণ হারান। মেহের-উন-নিছা ও তার কন্যা লাদলী বেগম দিল্লী প্রেরিত হন। বর্ধমানের পীর বাহরাম শাহের মাযারের পার্শ্বে উভয় বীরের সমাধি আছে।

বন্দিনী মেহের-উন-নিছা স্ব-কন্যা মোঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত বাদ-শাহী পথ ধ'রে গিয়েছিলেন এবং হোসেনশাহী মসজিদে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পাল্‌কি থেমেছিল। দিল্লীর মুগল হেরেমে স্থান পাওয়ার পর মেহের-রূপমুগ্ধ সম্রাটের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সম্রাজ্ঞী হওয়ার পর তাঁর নাম হয়েছিল নূরজাহান। তাঁর কন্যা লাদলী

www.pathagar.com

বেগমের সাথেও বিয়ে হয়েছিল জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহরিয়ারের। যুবরাজ খুররমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁ কন্যা আরজুমান্দ বানু বেগমের। পরে এর নাম হয় মমতাজ মহল। এভাবে মুগল রাজনীতিতে তিনি প্রবেশ করেন। পরে ইতিহাসের এই রূপসী নায়িকা সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন তৎকালীন মুগল সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা। সম্রাট ছিলেন তাঁর হাতের পুতুল মাত্র।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্র। ১, খসরু, ২, পারভেজ, ৩, খুররম ও ৪, শাহরিয়ার। সম্রাট যখন যুবরাজ সেলিম ছিলেন তখন তিনি একবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। সেহেতু তাঁর পরিবর্তে খসরুকে সিংহাসন দেয়ার কথা উঠেছিল। জাহাঙ্গীরের রাজ্য লাভের পর খসরু বিদ্রোহী হলে পিতা কর্তৃক পরাজিত হয়ে বন্দী অবস্থায় কারাগারে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৬০৬ খৃঃ)। দ্বিতীয় পুত্র পারভেজ রোগগ্রস্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারান। সেহেতু খুর্‌রম হন যুবরাজ। কিন্তু মুগল মসনদকে কেন্দ্র করে দিল্লীর রাজহারেমে গভীর চক্রান্তজাল বিস্তার করেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। কারণ তাঁর প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কন্যা লাদলী বেগমের সাথে সম্রাটের চতুর্থ পুত্র শাহ্‌রিয়ারের বিয়ে হয়েছিল। তাই তিনি খুর্‌রমের পরিবর্তে জামাতাকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন। এতে খুর্‌রম ক্ষুন্ন হয়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন (১৬২২ খৃঃ)। প্রথমতঃ নূরজাহান হস্তচ্যুত কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে সীমান্তে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে তিনি বিদ্রোহী হন। দিল্লীর সন্নিকটে বিলোজপুরে সেনাপতি মুহব্বত খাঁ-এর নেতৃত্বে বাদশাহী ফৌজের সংগে যুদ্ধে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে আসেন। কিন্তু সেখানেও বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সুলতানদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে বঞ্চিত হন। অতঃপর তিনি তেলেদনার পথে উড়িষ্যা হয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক সুবা দুটি অধিকার

www.pathagar.com

করেন। শোনা যায়, তিনি বিহারও জয় করেছিলেন। কিন্তু এলাহাবাদ এবং অযোধ্যা অধিকার করার কালে তিনি সম্রাট কর্তৃক পরাস্ত হন। পরে সম্রাট তাঁকে ক্ষমা করে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

খুর্‌রম নিজে হযরত আবদুল হামিদ দানেশমন্দের সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি এবং তার শ্বশুর আসফ খাঁ দানেশমন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খুররম যখন বাংলাদেশ জয় করেন (১৬২৪ খৃঃ) তখন একবার তিনি হযরত দানেশমন্দের নিকট সিংহাসন প্রাপ্তির দোয়া প্রার্থনার জন্য মোঙ্গলকোটে এসেছিলেন। শোনা যায়, তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত জাহানাবাদ (বর্তমানে জামাবাদ) এবং সৈয়দহাটীতে (বর্তমানে সীতাহাটী) রেখে একাকী পায়ে হেঁটে হযরত হামিদ বাঙালীর নিকট গিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর সান্নিধ্যে নিজের মনোগত অভি-প্রায় (অর্থাৎ তিনি দিল্লী পাবেন কিনা) জ্ঞাপন করেন। পীর সাহেব তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে হুজরা-ঘরে নির্জন সাধন-কক্ষে খোদার ধ্যানে নিমগ্ন হন। সারারাত তিনি খোদার ধ্যানে অতিবাহিত করেন। অতঃপর ফযরের নামাজের পর শুভ সংবাদ দেন যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহী করবেন। ভাবী সম্রাট একথায় খুবই আনন্দিত হন। পরে পিছু হাঁটতে হাঁটতে তিনি সৈন্যদের সংগে মিলিত হন। এ কথা কিংবদন্তী নয়। এটা ঐতিহাসিক সত্য। এর ঐতিহাসিক প্রমাণ মোঙ্গলকোটের বারদুয়ারী মসজিদে আরবী শিলা ফলক।

উক্ত ঘটনার চার বৎসরের মধ্যে তিনি দিল্লীর বাদশাহীপদ লাভ করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি বাংলাদেশে আসতে পারেন নি। পরে ১০৫৫ হিযরীতে বাংলার সুবেদার কতলু খানের উপর পীর বংশীয়দের খবরদারির ভার দেন সম্রাট। পরে সুবেদার খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, ১০৫০ (হিঃ)-তে পীর সাহেব জান্নাতবাসী হয়েছেন। তিনি আরও জানতে পারেন যে, পীর বংশীয়দের আর্থিক অবস্থা

www.pathagar.com

ভাল নয়। এসব কথা তিনি সম্রাট সমীপে লিখে পাঠান। সম্রাট তখন পীর সাহেবের সমাধিসংলগ্ন স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন। পীর বংশীয়দের ৮৪ হাজার টাকা মুনাফার একটি ভূ-সম্পত্তি দান করেন। বর্তমানে এসব সম্পত্তির কণামাত্রও নেই। নীচে মসজিদে উৎকীর্ণ আরবী শিলা ফলকের ইংরেজী অনুবাদ দেয়া হল।

> The Prophet (the blessings and peace be upon him) bas said ; who ever builds a mosque for Allah, surely Allah will build a house for him in paradise. This mosque was built in the reign of the exalted Sultan and the generous Khagan (Prince) Sahib Quirau thani Shahab-ud-din Mohammad shahjhan Badshah, When are asued of its constnellon say, 'Huwal Baetul Atig', (It is free house). The value of its letter contained in the Chronogram mentioned taken together yeilds the date 1065 A. H. (Inscription of Bangle) Vol- (v. p. 80 Edited with translation and notes by Shamsuddin Ahmad M. A.)

এই শিলালিপি হতে জানা যায় যে, সম্রাট তাঁর পীর ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই বিখ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে প্রাচীন বারদুয়ারী মসজিদের নিদর্শন—কয়েকটি পিলার এখনও সম্রাট শাহজাহানের স্মৃতি-চিহ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্থানীয় জনসাধারণ মসজিদটির সংস্কার করেছেন। বর্তমানে এটা টিনের ছাউনিযুক্ত।

খড়ম ও মাইনে পুকুরের কথা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত হামিদ বাঙালী সরহিন্দ শরীফের কাজ শেষ করে বাড়ী ফেরার সময় স্বীয় পীর সাহেবের নিকট থেকে একজোড়া খড়ম চেয়ে এনেছিলেন। পরবর্তীকালে এই খড়ম দিয়ে তিনি বহুলোকের দুরারোগ্য ব্যাধি মুক্ত করেছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে যেমন বিভিন্ন স্থান থেকে বহু শিক্ষার্থী সমাগত হতেন, অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি রোগমুক্তির আশায় এখানে ভীড় জমাতো। তিনি তাঁর পীর প্রদত্ত খড়ম দু'টি একটি পানির পাত্রে ডুবিয়ে সেই রোগীকে পান করতে দিতেন। রোগী আল্লাহ্‌র রহমতে রোগমুক্ত হতো। যার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল তার ক্ষেত্রে পাত্র ফেটে পানি পড়ে যেতো। পীর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর বিখ্যাত খড়ম দুটি তাঁর মাযার শরীফের একটি কুঠরিতে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত ছিল। অযত্নে-অবহেলায় তাতে উই ধরে যায়। পরে পীর সাহেবের অধঃস্তন একজন বংশধর উই ধরা খড়ম দুটি নিকটস্থ মাইনে পুকুরে ফেলে দেন। সেহেতু স্থানীয় লোকজনের কাছে পুকুরটির মাহাত্ম্য বেড়ে গেছে। এই পুকুরটি সম্রাট শাহজাহান প্রদত্ত অর্থে খনন করা হয়েছিল। সম্প্রতি এখানে মুগল যুগের একটি সুন্দর ঘাট বাঁধানো পুকুর সংস্কারের কালে তা আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘাটটি মুগল যুগের শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শনে পূর্ণ।

শায়খ হামিদ বাঙালী মাযার সম্মুখস্থ শায়খ সাহেবের অন্দর মহল, খানকাহ শরীফ ও মুগল সম্রাট নির্মিত স্মৃতি সমূহ বর্তমানে লক্ষ্ণৌর জনৈক শেঠ সাহেব পরোপুরিভাবে সংস্কার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। শায়খ সাহেবের মাযার গত বৎসর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এটারও পুনর্নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে।

পীর সাহেবের মাযার শরীফের সামনে অল্প গর্তযুক্ত একটি পাথর পড়ে আছে। শোনা যায়, এ গর্তে সাগরেদদের জন্য তিনি তেল, ফুল, ধূলি প্রভৃতি দিতেন। আজও বিভিন্ন স্থানের নর-নারী মোঙ্গল-কোটের উক্ত মাইনে পুকুরে গোসলের উদ্দেশ্যে ভীড় জমায়। বিশেষ করে, কুকুরে কামড়ানো রোগীদের এখানে বেশী সমাগম হয়।

www.pathagar.com

মাদ্রাসার কড়িকাঠের কথা

হযরত দানেশমন্দ সাহেব মোঙ্গলকোটের পুরনো শিক্ষাকেন্দ্রকে সংস্কার করে নতুনরূপ দিয়েছিলেন। তখন এ শিক্ষাকেন্দ্রটির নাম ছিল মোঙ্গলকোট মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসার নির্মাণের সমাপ্তির পথে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। মাদ্রাসার কড়িকাঠ সংযোজনের জন্য মিস্ত্রী এসেছে। মিস্ত্রী কড়িকাঠগুলো মেপে দেখলো যে একটি কড়িকাঠ কাটার সময় ছোট হয়ে গেছে। সেটি যথাস্থানে কিছুতেই সন্নিবেশিত করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি পীর সাহেবকে জানালেন। পীর সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ নতুন করে কাঠ আনতে গেলে মাদ্রাসার কাজ পিছিয়ে যাবে। তাই তিনি নির্জন সাধন-কক্ষে আল্লাহ্‌র এবাদতে মশ্‌গুল হলেন, অতঃপর কড়িকাঠটির গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "বাবা, বনে অনেক বেড়েছ, এখানে আল্লাহ্‌র মাদ্রাসার জন্য একটু বড় হও।"

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কড়িকাঠটি প্রয়োজন মত বেড়ে গেল। পীর সাহেব সেই কাঠ মিস্ত্রিকে মাদ্রাসায় লাগাতে বলে দিলেন। কাঠটি একটু বেশী বেড়ে গিয়েছিল। তাই কিছুটা বাইরে বেরিয়ে থাকতো। কয়েক বছর আগেও এটা দেখা গেছে মোঙ্গলকোটের ভগ্ন মাদ্রাসার গায়।

শেষ জীবন

সুদীর্ঘকাল তিনি ইসলাম ও মানবসেবায় অতিবাহিত করেছিলেন। ফলে মোঙ্গলকোট তথা বাংলার বুকে শিক্ষা-দীক্ষায় মানুষের আত্মচেতনা ফিরে এসেছে।

ক্রমে তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর ইহলোকের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। তাই তিনি পুত্রকে ডেকে যথাযথ উপদেশ দিলেন। অতঃপর হিজরী ১০৫০ অব্দে তাঁর পবিত্র রূহ এ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেল। তাঁর তিরোভাবে মোঙ্গলকোট তথা বাংলার বুকে গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো।

www.pathagar.com

মৃত্যুর পূর্বে কি এক কারণে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে, তাঁকে নিয়ে সপ্তম পুরুষ পর তাঁর বংশে আর কেউ বেঁচে থাকবেন না। পরবর্তীকালে একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রতি বছর মোঙ্গলকোটে ২২শে ফাল্গুন পীর সাহেবের ইছালে ছওয়াব হয়ে থাকে। খুব সম্ভবতঃ এটিই তাঁর নির্ভরযোগ্য মৃত্যুর তারিখ।

হযরত দানেশমন্দের বংশধারা

কাজী দেলওয়ার হোসেন

↓

১। হযরত আবদুল হামিদ বাঙালী দানেশমন্দ

↓

২। ,, শাহ্ হাবিবুল্লাহ

↓

৩। ,, শাহ্ আমানউল্লাহ্

↓

৪। ,, শাহ্ আবদুল্লাহ্

↓

৫। ,, শাহ্ নূরুল্লাহ্

↓

৬। ,, শাহ্ হুজ্জাতুল্লাহ

↓

বাকীবিবি এবং কাজী হাশমতুল্লাহ্

বংশধরদের কথা

হযরত দানেশমন্দের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ্ হাবিবুল্লাহ্ পিতার গদ্দীনশীন হন। তাঁর সময়ে সম্রাট শাহজাহান ৮৪ হাজার টাকা মুনাফার সম্পত্তি দান করেছিলেন। তিনি সুযোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

পিতার পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রকে ইনি আরও উন্নত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে একজন উচ্চ শ্রেণীর আলেম ও দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। দানশীলতায়ও তাঁর অত্যন্ত খ্যাতি ছিল।

এ বংশের ষষ্ঠ পুরুষ শাহ্ হুজ্জাতুল্লাহ্ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শোনা যায়, তিনি খুব সৌন্দর্যপ্রিয় লোক ছিলেন।

তিনি গ্রামের পূর্বদিকে একটি অতি সুন্দর ফুলবাগিচা তৈরী করেছিলেন। সেই সময় ৮৪ হাজার টাকা মুনাফার সম্পত্তি সবই ছিল। এই ষষ্ঠ ব্যক্তির মায়ের নাম ছিল 'সামেহা খাতুন'। তিনি অতিশয় দানশীলা এবং ধর্মপরায়ণা বিদুষী মহিলা ছিলেন। হযরত দানেশমন্দের পূর্বদিকের সমাধিটিই এই দানশীলার সমাধি বলে চিহ্নিত।

এই হুজ্জাতুল্লাহ্ সাহেবের একটি কন্যা ও একটি পুত্র ছিল। কন্যাটির নাম বাকিবিবি ও পুত্রটির নাম হাস্‌মাতুল্লাহ্। বাকিবিবির বিয়ে হয়েছিল বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার ওয়ারিশপুর গ্রামে। কন্যার বিয়ের অল্পকাল পরে উক্ত হুজ্জাতুল্লাহ্‌র মৃত্যু হয়।

পীর বংশের শেষ বংশধর কাজী হাশমতুল্লাহ্ অতিশয় সুশ্রী ও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিধবা মাতা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা বিয়ের দিনেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

সেদিন ছিল শুক্রবার। সেইদিন হাশমতুল্লাহ্‌র বিয়ে ঠিক হয়েছিল। জুম্মার নামাজান্তে তাঁর বিয়ে হবে। হযরত দানেশমন্দের ভবিষ্যৎ বাণী ছিল বিয়ের পূর্বেই শেষ সপ্তম পুরুষের মৃত্যু হবে। সেদিন মোঙ্গলকোটের ঐতিহাসিক বারদুয়ারী মসজিদে জুম্মার নামাজ সমাধা করে তিনি জিয়ারত করতে গেলেন দানেশমন্দের মাযারে। জিয়ারতের পর পরিহাসচ্ছলে বললেন, 'কি বুদ্ধ, আজ আমার বিয়ে, তোমার বাণী সফল হলো কই!' বাড়ী এসে বিশ্রামের জন্য তিনি গা এলিয়ে দিলেন বিছানায়। কিছুক্ষণ পরে তাঁর মা বিয়ের তাজ পড়াবার জন্য তাঁকে

www.pathagar.com

বিছানা হতে উঠাতে গিয়ে দেখলেন যে, ছেলে চির-নিদ্রায় মগ্ন। সারা মোঙ্গলকোটে আর একবার শোকের ছায়া নেমে এলো। হযরতের বাণী সফল হলো। সেই সঙ্গে একটি মহান বংশধরের সমাপ্তি ঘটলো এখানে।

হাশমতুল্লাহ্‌র বড় বোন বাকিবিবি এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁর স্বামীর ভ্রাতার এক পুত্রকে পোষ্য পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই পুত্রের নাম শাহ্‌ বন্দে আলী। এই বন্দে আলী সাহেব খুব পরহেজগার এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। এঁর পুত্রের নাম শাহ জনাব আলী। ইনি পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন না। ইনি প্রায় সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

এঁর পুত্রের নাম শাহ্‌ হযরত আলী। ইনি শেষ জীবন পর্যন্ত মোঙ্গলকোটে কাটিয়ে গিয়েছেন। এর পরবর্তী বংশধরদের কোন খবরাখবর পাওয়া যায় না। শোনা যায়, ও গ্রামে (ভাতাড় থানা) নাকি এই বংশের ধারা আছে।

মোঙ্গলকোট গ্রামের মধ্যে অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় শাহজাহানের নির্মিত মসজিদ ও পীর সাহেবের বসতবাড়ীর চিহ্ন আজও বর্তমান রয়েছে। সম্রাট প্রদত্ত সম্পত্তির কণামাত্র অবশিষ্ট পড়ে আছে। সেটি হলো আস্তানার কম্পাউন্ড টুকু (**Compound**) এবং মোতোয়াল্লীর নিকট আট কাঠা লাখেরাজ সম্পত্তি।

দানেশমন্দ বাঙালী, না পাঞ্জাবী

বেশ কিছুদিন আগে কথা উঠেছিল যে, হযরত দানেশমন্দ পাঞ্জাবের (বর্তমান পাকিস্তান) লাহোর নগরের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এই দাবী টিকেনি। হযরত যে বাঙালী ছিলেন তাঁর বড় প্রমাণ তাঁর নামের সঙ্গে "বাঙালী" শব্দের যোগ। তিনি বাংলাদেশকে ভালবাসতেন এবং নিজেকে বাঙালী বলে গর্ববোধ করতেন। তার প্রদত্ত হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী আহাম্মদ ফারুকী সাহেবের খেলাফত

www.pathagar.com

নামাতে বাঙালী শব্দের উল্লেখ আছে। হযরতের বাঙালী নাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি মজার গল্প শোনা যায়।

তাঁর ওস্তাদ সরহিন্দ শরীফে অধ্যয়নকালে আর এক হামিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর সহপাঠী। সেই হেতু নাম ডাকার সময় খুব বিপত্তি হতো। এই বিপত্তি দূর করার জন্য হামিদ সাহেব তাঁকে বাঙালী ব'লে ডাকার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যে বাঙালী একথা সগৌরবে প্রকাশ করে দিলেন। তিনি তাঁর খেলাফত নামাতেও এই বাঙালী নাম যুক্ত করে নিয়েছিলেন। এ ভাবে তিনি বাঙালীর সম্মানকে অনেক উচ্চে তুলে ধরে ছিলেন। হযরতের পরিচয় সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হলে কিছু সংখ্যক কোলকাতা ও মোঙ্গলকোট নিবাসী ব্যক্তি নিম্নলিখিত তথ্যটি প্রকাশ করেন ঃ

> Foundation stone of this mosque of Mongalkote (Burdwan built by emperor Shahjahan in 1065 A. H. Hazrat Maulana Shaikh Hamid Bangalee was the khalifa of Janab Hazrat Mujadded Alf-i-sani, the great religious reformer of his time whose order (The Tariqu i-Nokshbandayya Mojaddedia)spread as far as China the east and Turkey in the west. The Emperor Jehangir was a devoted disciple of Hazrat Mujaddel Alf-i-sani who made Jahangir introduce relgious reform of far reaching importance which removed the evils that has crept into Islam, through Akbar's noble religion, The Din i-law.''
>
> The Emperor Shahjahan too was an ardent follower of this order and while still a prince, "He met the great saint of Mogal Hazrat Maulana Shaikh Hamid Bangalee at Mongalkote in the year 1624 A. D. Shahjahan during his reign, built a mosque at Mongalkote which is now in ruines and of which very little trace is left.
>
> Fortunately, however, the original foundation stone bearing an inscription in Arabic has escaped the ravages of time and is of great historical value,

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, শিলাফলকটি যে ভাষায় লিখিত, সে ভাষা ছিল প্রাচীন আরবী। কলিকাতার বিশেষজ্ঞগণ এর ইংরেজী অনুবাদ করেন তাই ওপরে উদ্ধৃত করা হল। আরও উল্লেখ্য, হযরত দানেশমন্দের জীবনী ধারাবাহিকভাবে কলিকাতায় (কোরান প্রচার পত্রিকা, সম্পাদক রফিকুল হাসান) প্রকাশিত হয়েছিল। মোঙ্গলকোট গ্রামে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে হযরত দানেশমন্দ বাঙ্গালীর স্মরণে এক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একে 'জলসার মেলা' বলা হয়। এ উপলক্ষে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

পীর সাহেবের মাযার ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। গ্রামবাসীদের কর্তব্য উক্ত পবিত্র মাযারটি সংস্কার সাধন করা। তাছাড়া এ বিষয়ে আমরা সরকারের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ বিভাগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করি সমাজদরদী ব্যক্তিদের—তাঁরা পশ্চিম-বঙ্গ জুড়ে পুরাকীর্তি সংরক্ষণ সমিতি গড়ে তুলুন। এই সমিতির মাধ্যমে পীর এবং আউলিয়ার অবহেলিত মাজারগুলিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করুন।

মোঙ্গলকোট মাদ্রাসার কৃতি ছাত্রগণ ঃ

১। হযরত আল্লামা মুহম্মদ সাহেব (রঃ) ইবনে আল্লামা জিল্লুর রহীম (রঃ), মোঙ্গলকোট।

২। মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব, হাকিমপুর; ২৪ পরগণা, প্রতিষ্ঠাতা 'আজাদ' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা।

৩। উস্তাযুল আসাতিযা শামসুল উলামা মওলানা বেলায়েত হোসাইন সাহেব। বীরভূম, প্রাক্তন হেড মাওলানা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা ও কলিকাতা।

৪। মরহুম ডাক্তার নূরে আলম সাহেব (রঃ), মোঙ্গলকোট (L. M. F. Bengal)

৫। জনাব আলহাজ্জ ডাক্তার আবু তোরাব সাহেব। নূর মঞ্জিল, মোঙ্গলকোট, প্রেসিডেণ্ট হামিদ বাঙালী ওয়াক্‌ফ কমিটি, মোঙ্গলকোট,

www.pathagar.com

প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঙ্গলকোট, ইউনিয়ন পরিষদ ও সেক্রেটারী এ. কে. এম. এইচ. স্কুল, মোঙ্গলকোট।

৬। জনাব কাজী মওলানা আবুল কাসেম সাহেব মোজাদ্দেদী, সাং মোঙ্গলকোট।

৭। জনাব আবুল হাশিম সাহেব এম. এল. এ. বঙ্গীয় আইনসভা, ডিরেক্টর, সাবেক ইসলামিক একাডেমী, বাংলাদেশ।

যে বুজুর্গানে দ্বীন মোঙ্গলকোটে যিয়ারতে তশরীফ আনয়ন করেন তা'দের মধ্যে কতিপয়ের নাম।

১। আমীরুল মু'মেনীন হযরত মওলানা সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (রঃ), শহীদে বালাকোট, রায়বেরেলী, উত্তর প্রদেশ।

২। হযরত কুতুবুল এরশাদ মওলানা শাহ্ সূফী সাইয়েদ ফতেহ্ আলী ওয়েসী সাহেব (রঃ) ইসলামাবাদী, সুম্মা মুর্শিদাবাদী।

৩। মুজাদ্দিদে যামান মওলানা শাহ্ সূফী মহম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ), ফুরফুরা শরীফ, হুগলী।

৪। হযরত মওলানা শাহ সূফী আবদুস সালাম নকশ্‌বন্দিয়া। (রঃ) মোজাদ্দেদিয়া, বরকতিয়া তরীকার পীর, ১৭, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।

৫। হাদীয়েনা মুর্শেদানা হযরত মওলানা শাহ্ সূফী আবু নসর মুহম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব (রঃ), ফুরফুরা শরীফ, প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব-ইসলাম মিশন কুরআনী সুন্নী, জমিয়তুল মুসলেমীনে, হিজবুল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হানাফিয়া বাংলা ও আসাম।

৬। উস্তাযুল আসাতিযা মরহুম মওলানা মুফতী সাইয়েদ মুহম্মদ আমীমুল ইহসান সাহেব (রঃ) মুজাদ্দেদী বরকতী প্রাক্তন গ্রাণ্ড-মুফতী অবিভক্ত বাংলা, প্রাক্তন হেড মওলানা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, কলিকাতা ও ঢাকা এবং ভূতপূর্ব খতীব, মসজিদে বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com

৭। হযরত মওলানা নজরে ইমাম সাহেব, ঢাকা। গদ্দীনশীন পীর, নারিন্দা, কলুটোলা।

৮। হযরত মওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী সাহেব ইবনে শায়খুল ইসলাম মওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ) দেওবন্দ, যুক্ত প্রদেশ।

৯। হযরত মওলানা গোলাম মুহম্মদ সাহেব, গদীনশীন পীর, সরহিন্দ শরীফ, পূর্ব পাঞ্জাব।

১০। মুফতী সাইয়েদ সালমান বরকতী সাহেব, কলিকাতা।

১১। আলহাজ্জ মওলানা হাফিয সাইয়েদ আবুল বাশার বশীর উদীন সাহেব, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমান-ই-মুজাদ্দেদিয়া, কলিকাতা।

১২। মওলানা (ডঃ) মুহম্মদ মতিউর রহমান সাহেব, রিডার, উর্দু ডিপার্টমেন্ট, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা, আয়না-ই-ওয়েসীর লেখক।

১৩। আলহাজ্জ মওলানা আশরাফ হোসাইন সাহেব, কর্মাধ্যক্ষ মাসিক নেদায়ে ইসলাম, কলিকাতা ও প্রাক্তন সদস্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ্জ কমিটি।

১৪। জনাব মওলানা আবু মাহফুজ আল-করীম মাসুমী সাহেব এম, এ, এম, এম, ফারেগে মিসর, প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলিকাতা।

১৫। জনাব মওলানা তাহের সাহেব, হেড মওলানা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলিকাতা ও সম্পাদক সাপ্তাহিক 'মীযান' পত্রিকা, কলিকাতা।

১৬। মুহম্মদ গোলাম মোস্তফা সাহেব, প্রাইভেট এসিস্ট্যান্ট, বাংলাদেশ হাই কমিশন, কলিকাতা।

www.pathagar.com

ইংরেজী শিক্ষিতদের মাঝে যারা মোঙ্গলকোট বিষায়রতে আসেন তাদের কতিপয়ের নাম ঃ

১। মরহুম সৈয়দ বদরুজ্জোহা সাহেব, মুর্শিদাবাদ, মন্ত্রী ও এম, এল, এ।

২। মরহুম আলহাজ্জ তমিজ উদ্দীন খান সাহেব, ফরিদপুর, স্পীকার, সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ।

৩। মরহুম আলহাজ্জ খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব, ঢাকা, প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেল, সাবেক পাকিস্তান।

৪। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রধানমন্ত্রী, সাবেক পাকিস্তান ও সরবরাহমন্ত্রী, যুক্তবাংলা।

৫। মরহুম খাজা শাহাবুদ্দীন সাহেব, ঢাকা, মন্ত্রী সাবেক পাকিস্তান।

৬। মরহুম খান বাহাদুর আবদুর রহমান সাহেব, আলীপুর, কলিকাতা, রিলিফ মন্ত্রী, যুক্তবাংলা।

৭। খান বাহাদুর আবুল খায়ের মুহম্মদ সিদ্দিক সাহেব, আলীপুর, কলিকাতা, রেজিস্ট্রার, মুসলিম ইন্সুরেন্স কোম্পানী, কলিকাতা।

৮। অধ্যাপক পীর মওলানা আবদুল খালেক সাহেব, (রঃ) কুমিল্লা, প্রাক্তন অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা।

৯। মরহুম সাইয়েদ মঈনউদ্দিন সাহেব, আলীপুর, কলিকাতা, ইনস্পেকটর অব পুলিশ, কলিকাতা।

১০। আলহাজ্জ মওলানা সৈয়দ আবু নসর মুহম্মদ নাসিরউদ্দিন সাহেব এম, এ, বি-এল, এডভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট।

১১। আলহাজ্জ মুহম্মদ সৈয়দ আবু জাফর জহিরুদ্দিন সাহেব পুলিশ সুপার, ঢাকা।

www.pathagar.com

হযরত হামিদ বাঙালী নক্‌শবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত খাজা শয়খ আহমদ ফারকী মুজাদ্দেদই-আলফেযানী (রঃ) এর প্রধান খলিফা। বাদশাহ্‌ নুরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর তাঁর পীর ভাই। মুজাদ্দাদই তরিকার অসংখ্য অনুসারী পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। শত আওলিয়া এই তরিকাভুক্ত রয়েছেন।

হযরত হামিদ বাঙালীর জন্ম হিন্দুস্তানের পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার মোঙ্গল কোটে। তাঁর অক্লান্ত ও বিরামহীন চেষ্টা ও পরিশ্রমেরর ফলে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোককে গুমরাহীর থেকে খাঁটি হিদায়েতে পথে ফিরিয়ে আনেন।

এই মহান জেয়ারত করে ব্যক্তিত্বের মাযার শরীফ জেয়ারত কে ফুরফুরা শরীফর আলা হযরত মুজাদ্দাদেই যামান মাওলানা শাহ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) মন্তব্য করেন।

ইজাযতনামার অনুলিপি

এতদ্বারা আমি আমার মুরীদ ও মুতাকিদগণকে ইজাযত দিতেছি যে, তাহারা মোঙ্গলকোটে গিয়া জনাব হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী রাহমাতুল্লাহ্‌ আলাইহের খলীফা জনাব হযরত মওলানা শায়েখ হামিদ বাঙালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের মাযার শরীফ যিয়ারত করিয়া ফয়েয হাসিল করুন।

হাকীর
মুহম্মদ আবুবকর

অতএব, পাঠকবৃন্দের সমীপে আরজ, নক্‌শবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার অনুসারীদের অন্ততঃপক্ষে জীবনে একবার মোঙ্গলকোট যিয়ারতে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। যাতে আমাদের দাদাপীরের এজাযাতনামা খানার মর্যাদা রক্ষা পায়।

www.pathagar.com

মঙ্গলকোটে হামিদ বাঙালী ওয়াক্‌ফ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

১. আলহাজ্জ ডাঃ মুহম্মদ আবু তোরাব সাহেব (প্রেসিডেন্ট) ২. মোঃ আবদুর রহিম সাহেব (সদস্য) ৩. মোল্লা আবু মুনসুর সাহেব (সদস্য) ৪. হাজী মোঃ আঃ গনি সাহেব (সদস্য) ৫. শেখ মোঃ জোবেদর রহমান (সদস্য) ৬. শেখ মোঃ আমির হামজা (সদস্য) ৭. মুন্সী মোঃ গোলাম গাওস (সদস্য) ৮. কাজী মোঃ মোহালি (সদস্য) ৯. জনাব মৌলবী আবুল মোকাররম সাহেব (সদস্য) ১০. মুন্সী আবু আহম্মদ সাহেব (সদস্য) ১১. মোঃ নুরুজ্জোহা সাহেব (সদস্য) ১২. শেখ গোলাম কিবরিয়া (সদস্য) ১৩. আঃ মজিদ সাহেব (সদস্য) ১৪. নামটি অস্পষ্ট থাকার দরুন আমরা উল্লেখ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

বর্তমানে অত্র কমিটির প্রচেষ্টায় মাযার মুবারকের সংলগ্ন একটি ফুরকানিয়া মাদ্রাসা কোনমতে চলছে। প্রতি বছর ১৮/১৯ ফাল্গুন বার্ষিক ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, অত্র পবিত্র দরবারে দিল্লীর শাহানশাহ্ বাদশাহ শাহজাহান নিজে এসে হযরত বাঙালী (রঃ)-এর খেদমতে হাজির হতেন বিধায় এটাই ছিল পূর্ব ভারতের মুকুটহীন রাজার দরবার। আজ পর্যন্ত শাহজাহান নির্মিত বাড়ী, পুকুর ও মাযার সন্নিহিত স্থানগুলি হযরত হামিদ বাঙালী (রঃ)-এর অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করছে। বাদশাহ শাহাজাহান প্রদত্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ৮০ হাজার টাকা। আজ আর সে আয়ের সম্পত্তি নেই। আস্তে আস্তে স্থানীয় লোকেরা সুযোগমত তার প্রায় সবই গ্রাস করেছে। মাত্র ভগ্ন বাড়ীটির সম্মুখে ৫/৭ কাঠা সম্পত্তি শুধু ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়াক্‌ফ কমিশনার হাবিবুর রহমান সাহেব মাযার শরীফের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিয়ে সমস্ত তরীকতপন্থী

www.pathagar.com

ভাইবোনদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। অত্র তথ্যটি শ্রদ্ধেয় ডাঃ আবু-তোরাব সাহেব তাঁর মঙ্গলকোটের নূর মঞ্জিলের মুজাদ্দেদিয়া খানকায় বসে ইংরেজী ১৯৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ণনা করেন।

খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া ঠিকই হযরত হামিদ বাঙালী (রঃ)-এর মানবিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হযরত আবদুল হামিদ বাঙালীর শাজরা

১. পয়গম্বরে ইসলাম রহমতুল্লিল আলামীন সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ)

↓

২. আমীরুল মুমিনীন হযরত সাইয়েদেনা আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)

↓

৩. হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

↓

৪. হযরত ইমাম কাসেম (রাঃ) ইবনে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)

↓

৫. হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)

↓

৬. সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)

↓

৭. হযরত খাজা আবুল হাসান মারকানী (রঃ)

↓

৮. হযরত খাজা আবু আলী ফারমিদী (রঃ)

↓

৯. হযরত খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (র)

↓

১০. হযরত খাজা আবদুল মালেক গুজদাওয়ানী (রঃ)

www.pathagar.com

১১. হযরত মওলানা আরিফ রেউগিরী (রঃ)

↓

১২. হযরত খাজা মাহমুদ আঞ্জর্ ফাগ্নুবী (রঃ)

↓

১৩. হযরত খাজা আমীমানে আলী রামিতাইনী (রঃ)

↓

১৪. হযরত খাজা মুহম্মদ বাবা-ই-সম্মাসী (রঃ)

↓

১৫ হযরত সাইয়েদ আমির কুলাল (রঃ)

↓

১৬ হযরত ইমামুত্তরীকত খাজায়ে খাজেগান খাজা বাহা উদ্দীন নকশ্বন্দ (রঃ)

↓

১৭. হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (রঃ)

↓

১৮. হযরত মওলানা ইয়াকুব চরমী (রঃ)

↓

১৯. হযরত নাসেরুদ্দীন ওবায়দুল্লাহ আহরার (রঃ)

↓

২০. হযরত মওলানা মুহম্মদ সাইয়েদ ওয়াখ্শী (রঃ)

↓

২১. হযরত দরবেশ মুহম্মদ (রঃ)

↓

২২. হযরত খাজা মুহম্মদ আমকাজী (রঃ)

↓

২৩. হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রঃ)

↓

২৪. ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দীদ-ই-আলফেসানী শায়েখ আহমদ ফারুকী সারহিন্দী (রঃ)

www.pathagar.com

২৫. বাংলার বিখ্যাত পীর হযরত মওলানা শায়েখ হামিদ বাঙালী (রঃ)

↓

২৬. তৎপুত্র হযরত মওলানা শায়েখ হাবিবুল্লাহ (রঃ)

↓

২৭. তৎপুত্র হযরত মওলানা শায়েখ আমানুল্লাহ (রঃ)

↓

২৮. তৎপুত্র হযরত মওলানা শায়েখ আবদুল্লাহ (রঃ)

↓

২৯. তৎপুত্র হযরত মওলানা শায়েখ নূরুল্লাহ (রঃ)

↓

৩০. তৎপুত্র হযরত মওলানা শায়েখ হুজ্জাতুল্লাহ (রঃ)

↓

৩১. তৎপুত্র কাজী হাশমতউল্লাহ (রঃ)

এরপর আমরা হযরতের সিলসিলার কোন খলীফার নাম উদ্ধার করতে পারিনি। তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় নকশ্‌বন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকার তিনিই প্রথম পীর এবং তাঁর পবিত্র তাওয়াজ্জুহে বাংলাভূমিতে নকশ্‌বন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ফয়েযের ধারা প্রবাহিত। তাঁর জীবিতাবস্থায় দুনিয়ার বড় বড় পন্ডিত ও রাজা-বাদশাহ্‌, হাজার হাজার সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এসে মোঙ্গলকোটে হাজির হতেন। তাঁর থেকে ফয়েয ও বরকত হাসিল করতেন ও মঞ্জিলে মাকসুদে পেঁছিতেন। অন্য জায়গায় উল্লেখ করেছি, যুবরাজ খুররম নূরজাহানের ষড়যন্ত্রের ফলে বিদ্রোহী হয়ে ১৬২৪ খৃস্টাব্দে যখন বর্ধমান জয় করেন, তখন মঙ্গলকোটে এসে শায়েখ হামিদ বাঙালী (রঃ)-র সঙ্গে দেখা করেন ও ফয়েয লাভ করেন। এ সফরে যুবরাজ খুররম মোঙ্গলকোটের ছ'মাইল দূরে অজয় নদীর তীরে জাহানাবাদ নামক গ্রামটি আবাদ করেন এবং সেখান থেকে পদব্রজে মহান দরবারে হাজির হন। হযরতের মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, মুসাফিরখানা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য বাদশাহ ৮০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি নিষ্কর বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু শায়েখ বাঙালী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন

www.pathagar.com

বাদশাহ প্রতি বিঘায় এক আনা খাজনা ধার্য করেন। আজ পর্যন্ত মাযার শরীফের উত্তর পার্শ্বে টিনের ছাউনী ও পাকা দেওয়াল বিশিষ্ট যে মসজিদটি আছে এর ওপরেই ছিল বাদশাহ্ নির্মিত শাহী মসজিদ, যার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি স্তম্ভ এখনো অতীতকালের স্মৃতি বহন করছে।

অন্যত্র বর্ণনা করেছি যে, মহামারিতে যখন বাংলার রাজধানী গৌড়ের মত মোঙ্গলকোটেও প্রায় বিরান হয়েছিল, তখন হযরত শায়েখ হামিদ বাঙালীর (রঃ) মাযার শরীফ পর্যন্ত যিয়ারতে যাওয়া দারুণ কষ্টসাধ্য ছিল। কারণ সেখানের চারদিকে জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় হিংস্র জন্তু থাকত। মাযার শরীফের পাকা গম্বুজ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই মুসিবতের সময়ে কলিকাতা হতে ১৯৩৮ সনে দ্বীনদার ও শক্তিশালী মুসলমানদের একটি ছোট দল কলিকাতা মুসলিম ইন্সুরেন্স কোম্পানীর রেজিস্ট্রার জনাব মরহুম মৌলভী খান বাহাদুর আবুল খায়ের মুহম্মদ সিদ্দিক সাহেবের নেতৃত্বে মোঙ্গলকোট আগমন করলেন। অত্র দলের মধ্যে মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরা শরীফের মরহুম দাদা পীর কেবলা (রঃ)-এর দু'জন বিশিষ্ট মুরিদ ছিলেন। একজন কুমিল্লা জেলার পীর মওলানা শাহ্ সূফী প্রফেসর আবদুল খালেক সাহেব (রঃ)। দ্বিতীয়জন ইন্সপেক্টর অব পুলিশ জনাব মরহুম সাইয়েদ মঈনউদ্দিন সাহেব (রঃ)। অত্র বুযুর্গানের প্রচেষ্টায় ও ডাঃ আবু তোরাব প্রমুখের সহযোগিতায় হযরত হামিদ বাঙালী (রঃ)-র মাযার শরীফের চারদিকে জঙ্গল পরিষ্কার করে যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তা তৈরী করা হলো। মাযার শরীফের বিল্ডিংয়ের দরকারী কতগুলি জিনিস মেরামত করা হলো। সাইয়েদ মঈনউদ্দিন (রঃ) কর্তৃক নির্মিত মুসাফিরখানা মসজিদের উত্তর দিকে দক্ষিণ-দুয়ারী মাটির দেয়াল ও টিনের ছাউনী সাইয়েদ সাহেবের স্মারক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। দূরাগত মেহমানগণ এখানে থাকেন। তৎসংলগ্ন একটি ফুরকানিয়া মাদ্রাসা স্থায়ী ইমাম সাহেবের শিক্ষকতায় সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বেলা পড়ান হয়। এই মাদ্রাসাটি মোঙ্গলকোটের ঐ মাদ্রাসার ইয়াদগার—যেখানে শিক্ষালাভ

www.pathagar.com

করে যামানার বড় বড় পণ্ডিত তৈরী হতেন। যেমন—মাওলানা জিল্লুর রহিম মোঙ্গলকোটী (রঃ), আল্লামা মুহম্মদ (রঃ), কাজী আতা এলাহী (রঃ), কাজী মুমায়েজুল হক (রঃ), মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান, (মোস্তফা চরিতের প্রণেতা ও প্রতিষ্ঠাতা—আজাদ ও মাসিক মোহাম্মদী), উস্তাযুল উলামা শামসুল উলামা মৌলানা বেলায়েত হোসাইন সাহেব (মাদ্দাজিল্লাহ)। কলিকাতা হতে আগত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা মাযার মোবারকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মোঙ্গলকোটে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জনাব আলহাজ্ব ডাঃ আবু তোরাব সাহেব অত্র কমিটির প্রেসিডেণ্ট হিসেবে কমিটি সুচারুরূপে পরিচালনা করে আসছেন।

শায়খ হামিদ বাঙালীর (রঃ) নিকট মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর লিখিত পত্রসমূহ ঃ

॥ ১ ॥

ইহাতে বর্ণনা হইবে যে, যোগ্যতার নূন্যাধিক্য অনুযায়ী পূর্ণতারও ন্যূনাধিক্য হয়ে থাকে।

জানবেন যে পূর্ণতার মরতবাসমূহ যোগ্যতার তারতম্য অনুযায়ী অবশ্যই তারতম্য বিশিষ্ট। এই তারতম্য কখনো প্রকারাত্মক কখনো পরিমাণাত্মক হয়ে থাকে। আবার কখনো উভয়াত্মক হয়ে থাকে; যথা—কারো পূর্ণতার তাজাল্লিয়ে সিফাতীর বা গুণাবলীর আবির্ভাবের সাথে এবং কারো তাজাল্লিয়ে যাতীর সাথে হয়ে থাকে। অবশ্য এই উভয় তাজাল্লির শাখা-প্রশাখা এবং তাজাল্লিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য আছে। অতএব কোন কোন ব্যক্তির পূর্ণতা কলবের আলামতি বা সুস্থতা এবং রূহের মুক্তিলাভ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। আর কারো পূর্ণতা উক্ত বিষয়দ্বয়ের সহিত লতিফায়ে ছের শুহুদ বা আত্মিক দর্শন দ্বারা হয়। তৃতীয় ব্যক্তির পূর্ণতা আবার উক্ত বিষয়ত্রয়ের সহিত 'হায়বাত' বা অস্থিরতা যা লতিফায়ে 'লাত্মির' স্বভাবজাত তদ্দ্বারা হয়ে থাকে এবং

www.pathagar.com

চতুর্থ ব্যক্তির পূর্ণতা বর্ণিত বিষয় চতুষ্টয়ের সহিত 'ইত্তেসাল' বা সম্মিলিত হয়ে থাকে। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল বা অনুকম্পার প্রাচুর্য। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এটা প্রদান করেন। আল্লাহ্‌পাক-বর্ণিত অতি উচ্চ আকল সম্পন্ন (কুরআন) মরতবাসমূহের যে কোন মরতবার পূর্ণতা লাভের পর হয়ত ফিরে আসতে হয়; নতুবা ঐ স্থানেই স্থির থাকতে হয়। প্রথমটি মনের পূর্ণতা সাধন বা মুর্শিদীর মকাম। অর্থাৎ সে যেন আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হতে আহ্বানের জন্যে সৃষ্টিজগতে প্রত্যাবর্তন করে। দ্বিতীয়টি বিলীন হয়ে থাকা এবং নির্জন বাসের স্থান। হুয়াস্‌সালাম্‌, আউয়ালা ওয়া আখিরান।

[মকতুবাত শরীফ (২য় খণ্ড) পৃষ্ঠা নং ১৬ ঃ পত্র নং ১৫৮]

॥ ২ ॥

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়েদেল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আলাইহিম আজমাইন।

এ এলাকার ফকিরগণের অবস্থা ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌তালার শুকুর গুযারী বৃদ্ধির দিকে, অর্থাৎ উন্নতির পথে। দূরবর্তী দোস্তগণের সম্বন্ধেও এরূপ আশা রাখি।

হে ভ্রাতঃ, এই অতীব অদৃশ্য পথে সাধকগণের পদস্খলনের স্থান অনেক আছে। বিশ্বাস ও আমল সম্বন্ধে শরীয়তের সূত্র ভালভাবে ঠিক রেখেই জীবন যাপন করতে থাকবেন। সাক্ষাতে হোক বা অসাক্ষাতেই হোক এ আমার উপদেশ। এতে কখনো যেন শৈথিল্য না ঘটে। এ পথের কতিপয় ভুল এবং ভুল হবার কারণ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি। মূল্যবান মনে করে তা পাঠ করবেন এবং বর্ণিত বিষয়গুলির অনুরূপ কার্য অবশিষ্ট বিষয়সমূহেও করতে থাকবেন।

জানবেন যে, সুফিগণের ভ্রান্তির মাকাম বা স্থান যথা– সালিক উর্ধ্বা-রোহণকালে নিজেকে অনেক সময়ে ঐ ব্যক্তি যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদী

www.pathagar.com

সম্মত—তাদের মাকামের ঊর্ধ্বে প্রাপ্ত হয়। এটা সঠিক যে, সালিকের মাকাম উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মাকাম হতে নিম্নতর। বরং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি পয়গম্বর (আঃ)-গণের সম্বন্ধেও অনেক সময় সালিকের এরূপ ধারণা হয়ে থাকে।

এ প্রকার ধারণা হতে আমরা আল্লাহ্‌পাকের আশ্রয় গ্রহণ করছি। সালিকগণের এরূপ ধারণা হওয়ার কারণ এই যে, নবী হোক বা ওলী হোক তাদের উৎপত্তি যে ইসম্ বা আল্লাহ্‌তায়ালার নাম হতে, আরোহণ-কালে প্রথমত, সেই 'ইসম্' পর্যন্ত তাঁরা উপনীত হন এবং সেই আরোহণ দ্বারাই তাঁরা ওহী বা নৈকট্যধারী নাম প্রাপ্ত হন। তৎপর উক্ত 'ইসমে'র মধ্যে উন্নতি করতে থাকেন। আর তা হতে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্‌-পাকের যতদূর ইচ্ছা উন্নতি করেন। এ সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের মন্‌যিল বা নির্দিষ্ট স্থান ঐ 'ইসম' যা তাদের অস্তিত্বের উৎপত্তিস্থান। অতএব যদি কেউ তাদেরকে উন্নতির মাকামসমূহে অন্বেষণ করে, তবে প্রায় তাঁদের উৎপত্তি স্থান যে 'ইসম' তথায় উহা প্রাপ্ত হয়, কেননা উন্নতির মাকামের এটাই তাঁদের স্বাভাবিক স্থান। তা হতে ঊর্ধ্বারোহণ বা অবতরণ আনুসঙ্গিক কারণবশঃতই হয়ে থাকে।

যে সাধক উচ্চ মনোবৃত্তিধারী সে যখন ঊর্ধ্বারোহণ করতে থাকে, তখন উক্ত 'ইসম' হতেও উন্নতি করে যায় এবং তারই পূর্ব বর্ণিত প্রকারের ধারণা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, এই ধারণা যেন তার ইতিপূর্বের বিশ্বাস বিনষ্ট না করে ও পয়গম্বর (আঃ)-গণের শ্রেষ্ঠত্বের এবং সর্ববাদীসম্মত উৎকৃষ্ট ওলীগণের প্রতি সন্দেহ না জাগায়। এটা সালিকদিগের পদস্খলনের একটা স্থান। তখন তারা বুঝতে পারবে না যে, বুযুর্গগণ উক্ত ইসমসমূহ হতে বহু ঊর্ধ্বে উঠেছেন। আর তা হতেও ঊর্ধ্বতম মাকামে উপনীত হয়েছেন। এটাও সালিকগণ বুঝতে পারে না যে, যে 'ইসম' হতে উন্নতি করে তারা ঊর্ধ্বে উঠেছেন, তা

www.pathagar.com

তাদের স্বাভাবিক স্থান এবং উক্ত সালিকের স্বাভাবিক স্থান তা অপেক্ষা অনেক নিম্নে।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় উৎপত্তিস্থানের পরিবর্তনশীলতার কারণেই তার শ্রেষ্ঠত্ব হয়ে থাকে। কোন কোন মাশায়েখ বলে থাকেন যে, 'আরেফ (সাধক) উন্নতির মাকামসমূহে অনেক সময়ে সর্বশ্রেষ্ট মধ্যস্থ হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কেও ব্যবধানপ্রাপ্ত হয় না। আর তাঁর মধ্যস্থতা ব্যতীতই উন্নতি করে যায়; এও উক্ত প্রকারের বাক্য।

আমার পীর কেবলা ফরমায়েছেন যে, রাবেয়া (রাঃ)-ও এই দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর আরোহণকালে যখন সর্বশ্রেষ্ঠ মধ্যস্থ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উৎপত্তি স্থান হতেও উন্নতি করেন, তখন মনে করেন যে, এর আর ব্যবধান নেই। বৃহত্তম ব্যবধান হতে হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর হাকীকত বা প্রকৃত তত্ত্ব অর্থ নিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এইরূপ ভ্রমে পতিত হবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, সালিকের উৎপত্তি স্থান যে 'ইসম' তার মধ্যে যখন সে সায়ের (ভ্রমণ) করে, উক্ত 'ইসম' আবার যখন সংক্ষেপে যাবতীয় 'ইসমের' সমষ্টি—মানবের সন্তুষ্টিভূত হওয়ার কারণ; তখন এই সায়ের করার মধ্যেই সংক্ষেপে অন্যান্য মাশায়েখগণের উৎপত্তি স্থানও অতিক্রম করে যায় ও উক্ত 'ইসমের' শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে ধারণা করে, আমিই শ্রেষ্ঠ। সে এটা বুঝতে পারে না যে, সে যাকে মাশায়েখগণের মাকাম বলে দেখেছে এবং যা অতিক্রম করেছে তা তাদের মাকামের নিদর্শন মাত্র; তাদের প্রকৃত মাকাম নয়। সালিক নিজেকেই সন্তুষ্টি স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য সকলকে নিজের অংশ বলে ধারণা করে। অতএব সন্দেহে পতিত হয়ে নিজেকে উৎকৃষ্ট ভাবে চিন্তা করে। এইরূপ মাকামেই হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রঃ) বলেছেন যে, "আমার পতাকা হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পতাকা হতে উচ্চ।"

www.pathagar.com

মত্ততার প্রাবল্যহেতু তিনি জানতে পারেন নি যে, তাঁর পতাকা হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পতাকা হতে উচ্চ নয়। বরং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর পতাকার নির্দেশক হতে উচ্চ, যা তিনি স্বীয় ইসমের হাকীকত বা প্রকৃত তত্ত্বের মধ্যে পেয়েছেন। আর তিনি কলবের প্রশস্ততার বিষয়ে যা বলেছেন তা হচ্ছে এই, আরশ এবং যা কিছু তাতে আছে তা যদি আরিফের এককোণে নিক্ষেপ করা যায়, তবে তা কিছুই অনুভূত হবে না। এটাও উক্ত প্রকারের বাক্য। এ স্থলে প্রকৃত বস্তু এবং নিদর্শনের মধ্যে তাঁর ভ্রম হয়েছে। নতুবা আরশে যাকে আল্লাহ পাক 'আযীম' বা বৃহত্তম বলেছেন আরিফের কামালের তথায় মূল্যই বা কি? আর অস্তিত্বই বা কোথায়? আরশের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার যে আবির্ভাব আছে তার এক শতাংশও কলবের মধ্যে নেই। যদিও তা আরিফের কলব-ই হোক না কেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্তায়ালার দীদার (দর্শন) আরশের আবির্ভাব দ্বারাই সংঘটিত হবে।

আমার এই কথা যদিও এখন সূফীগণের আপত্তিকর বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু অবশেষে তারা নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারবেন। একটি উদাহরণ দ্বারা আমি এটা প্রকাশ করে দিচ্ছি, মানব পার্থিব ও আকাশস্থিত বস্তুসমূহের সমষ্টি। সে যখন স্বীয় সমষ্টিনিচয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন পঞ্চভূত ও আকাশকে নিজের অংশ স্বরূপ দেখতে পায়। আর যখন তার এই দৃষ্টি প্রবল হয়, তখন এরূপ কথা বলা তার পক্ষে দুরূহ নয় যে, "আমি ভূ-মন্ডল হতে বৃহৎ এবং আসমানসমূহ হতে উচ্চতর." জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তখনই বুঝবেন যে, তার এই উচ্চতা তারই অংশসমূহ হতে, ভূমন্ডল বা আকাশ তার অংশ নয়। বরং তাঁর মধ্যে তাদের নিদর্শন যা আছে সেই নিদর্শনসমূহ হতেই সে নিজেকে বড় মনে করেছে। প্রকৃত ভূমন্ডল-ও আকাশ হতে নয়।

এইরূপ নিদর্শনকে প্রকৃত বস্তু ধারণা করে ফুতুহাতে মাক্কিয়ার লেখক বলেছেন যে, "আল্লাহ্তায়ালার সমষ্টিনিচয় হতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সমষ্টিভূতি অধিকতর, কেননা হযরত মুহম্মদ (সঃ)

www.pathagar.com

-এর সমষ্টি (আল্লাহ্তায়ালার) সৃষ্ট পদার্থ ও শ্রেষ্ঠ। উভয়ই তথ্যসম্ভূত। অতএব এটা অধিক সমষ্টিযুক্ত। তিনি এটা বুঝতে পারেন নি যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমষ্টি আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত (উপাস্য হওয়া)-এর মর্তবায় কোন এক প্রতিবিম্বের সমষ্টি ও তথাকার কোন এক নিদর্শন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সেই পবিত্র মর্তবা নয় বরং সেই পবিত্র মর্তবা যা আযমত (মহত্ব)-ই-কিবরিয়া (উচ্চতা) সম্ভূত; তথায় মুহম্মদ (সঃ)-এর সমষ্টিনিচয়ের কোনই অস্তিত্ব নেই। মৃত্তিকার সাথে পালিতদের সাথে পালন-কর্তার কি আর তুলনা হবে।

এইরূপ মাকামে যখন সালিক তার উৎপত্তি যে ইসম হতে তাদের সায়ের করে, সেখানে অনেক সময় সেই ধারণা করে যে, সে বুযুর্গগণ উক্ত সালিক হতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ। তারা এর মাধ্যমে কোন কোন উচ্চ দরজায় (স্তরে) পেঁাছেছেন এবং তারই উসিলায় উন্নতি করেছে। এটাও সাধকদিগের নিকট পদস্খলনের স্থান। আল্লাহ্ রক্ষা করুন, এই ধারণায় তারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ইহ-পরকালে যেন ক্ষতিগস্ত না হয়।

যদি কোন পরাক্রমশালী বাদশাহ্ তার রাজত্বের অন্তর্ভূক্ত কোন জমিদারের জমিদারীর মধ্য দিয়ে তার সাহায্যে কোন স্থানে গমন করে, তবে তা কি আর আশ্চর্যের কথা এবং তাতে তার কি আর শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে? মূল কথা, এমতাবস্থায় আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের সম্ভাবনা আছে মাত্র, যা আলোচনার বহির্ভূত। নাপিত তাঁতীরাও শ্রেষ্ঠ, আলেমও উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হতে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে কিন্তু তা ধর্তব্য নহে। সর্ববিষয়ে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ হওয়াই ধর্তব্য যা আলেম এবং বৈজ্ঞানিকগণ হয়ে থাকেন। (বহুদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আল্লাহতায়ালার হেফাজত হেতু পূর্বে) আমারও এইরূপ সন্দেহ অনেক হয়েছিল। এইরূপ ধারণা জেগেছিল। বহুদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু আল্লাহতায়ালার হেফাজতে থাকা হেতু পূর্বের বিশ্বাসের চুলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। সর্ববাদীসম্মত মতের অনুরূপ

www.pathagar.com

বিশ্বাসের কোনই ন্যূনাধিক্য হয়নি। এই হেতু আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, বরং তাঁর যাবতীয় নেয়ামতের জন্যে শুকুরগোজারী করছি। একতাবদ্ধ বিষয়ের বিপরীত যা উপলব্ধি হত তা ধর্মতঃ মনে করতাম না এবং তাকে সৎভাবে পরিচালিত করতাম। সংক্ষেপে এইরূপ ভাবতাম যে, যদি আমার এই কাশ্‌ফ সত্য হয় তবে এই উৎকর্ষ আংশিকভাবেই হবে। অবশ্য এরূপ ধারণারও সম্মুখীন হত যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে এবং ঐ নৈকট্যের মধ্যেই আমার উন্নতি অধিক; অতএব আংশিক হবে কেন? কিন্তু, পূর্ববর্তী বিশ্বাসের সম্মুখে এইরূপ ধারণা ধূলি-কণার মত উড়ে যেত এবং কোনই স্থান পেত না। বরং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তওবা ইস্তেগফার ও অনুনয়-বিনয় করতাম, যাতে এইরূপ কাশ্‌ফ প্রকাশ না পায় এবং আহ্‌লে সুন্নত অল জামাতের আলেমগণের বিশ্বাসের বিপরীত কেশাগ্র পরিমাণও যেন কাশ্‌ফ না হয়। একদিন অত্যন্ত ভীত হলাম যে, "এই কাশ্‌ফের জন্য যদি আমি ধৃত ও জিজ্ঞাসিত হই, তবে কি হবে" এই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লাম এবং আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে দ্বিগুণভাবে কান্নাকাটি আরম্ভ করলাম। কিছুকাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকল। ঘটনাক্রমে এক দিন কোন এক বুজুর্গের মাযার শরীফ অতিক্রমকালে আমার এ বিষয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করলাম। তখন আমার প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুকম্পা দৃষ্টি পতিত হল এবং প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে প্রকাশ পেল। তখন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর রূহ পাকের আবির্ভাব হল এবং আমার ব্যথিত প্রাণে সান্ত্বনা দিল। আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্যের দ্বারাই পূর্ণশ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়ে থাকে, কিন্তু আমার যে নৈকট্য লাভ হয়েছে উলুহিয়াৎ বা উপাস্য বস্তুর প্রতিবিম্বসমূহের কোন এক প্রতিবিম্ব যা আমার উৎপত্তি স্থান বা রব ইসমের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য রাখে। অতএব, এ থেকে পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না। অতঃপর উক্ত মকামে আলমের উদাহরণের জগতস্থিত আকৃতি আমার প্রতি এরূপভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, আমার

www.pathagar.com

তো আর কোন সন্দেহই থাকল না এবং কালিমাসমূহ বিদূরিত হয়ে গেল। এই প্রকার ইলম, যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা ছিল এবং তার অনেক অর্থ ও বিশ্লেষণ চলত ও যা স্বীয় পুস্তকাদিতে লিখে প্রচার করেছিলাম। আমার মনে জাগল যে, আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে যখন তার ভুল সংশোধিত হল, তখন আমি তা লিখে প্রচার করি যেহেতু প্রকাশ্য গুনাহ্র 'তওবা'ও প্রকাশ্যই করতে হয়। সর্বসাধারণ যেন উক্ত ইলম থেকে শরীয়তের বিপরীত না বোঝে এবং তার অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়ে না যায়। অথবা পক্ষপাতিত্ব করতঃ অন্যায়ভাবে আমাকে পথভ্রষ্ট বা অজ্ঞ বলে দোষী না করে। যেহেতু এই অতীব অদৃশ্য পথে অনেক সময় এই প্রকারের পুষ্প বিকশিত হয়ে থাকে হয়ত তাতে কাকেও পথ প্রদর্শন করে এবং কাকেও পথভ্রষ্ট করে। আমি স্বীয় (পিতা) মরহুম (রাঃ)-এর নিকট শুনেছিলাম যে, "বাহাত্তর ফেরকার অধিকাংশ দলের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তারা সুফীগণের তরিকায় দাখিল হয়ে তরিকার শেষে উপনীত হয় নি এবং ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। ওয়াচ্ছালাম

[মকতুবাত শরীফ ঃ ১ম খণ্ড ২য় ভাগ পৃষ্ঠা ১৪৮ ঃ পত্র নং ২২০]

।। ৩ ।।

হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী মুজাদ্দেদ-ই-আলফেসানী (রঃ) হযরত হামিদ বাঙালী (রঃ)-কে পীরের প্রতি মুরীদের কি কর্তব্য বা আদব প্রদর্শন করতে হবে, সে বিষয়ে লিখছেন ঃ-

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) এর আদব শিক্ষা প্রদান করতঃ তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান করেছেন। তাঁর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

জানা আবশ্যক যে, এই নক্‌শবন্দীয়া তরিকাপন্থী সালেকদের দুই প্রকার অবস্থা হয়ে থাকে। হয় তাঁরা 'মুরীদ'[১] বা অভিলাষী হবেন অথবা 'মুরাদ'[২] বা অভিলাষিত ও বাঞ্ছিত হবেন। যদি তাঁরা মুরাদ বা অভীষ্ট হন তবে তাঁদের জন্যেই সুসংবাদ। যেহেতু আল্লাহ্‌-পাক তাঁদেরকে আকর্ষণ ও মহব্বতের পথ দ্বারা অতি উচ্চ মকামে আকৃষ্ট করে উপনীত করে থাকেন এবং যখন যে আদব সম্মান শিক্ষা প্রদানের আবশ্যক হয় তা কারুর মাধ্যমে অথবা বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্‌পাক তাঁদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁদের দ্বারা হঠাৎ যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়, তবে অবিলম্বে তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং তার জন্য কোন তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন না। যদি তাঁদের জন্য যাহেরী পথ-প্রদর্শক পীরের আবশ্যক হয় তবে তাঁদের বিনা চেষ্টায় উক্ত দৌলতের বা পীরের প্রতি আল্লাহ্‌পাক নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। ফল কথা, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ তাঁদের সহায় হয়ে থাকে ও তাঁদের জিম্মাদার হয়। কারও মাধ্যমে হোক অথবা বিনা মাধ্যমে হোক, তিনিই এঁদের যাবতীয় কার্যের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকেন। "আল্লাহ্‌পাক যাকে ইচ্ছা করেন নির্বাচিত করেন"(কুরআন)। পক্ষান্তরে তাঁরা যদি "মুরীদ" বা অভিলাষী হন, তবে কামিলে মুকাম্মেল পীরের মধ্যস্থতা ব্যতীত তাঁদের কার্য-সিদ্ধি সুকঠিন হয়ে থাকে। অবশ্য পীর এরূপ হওয়া আবশ্যক যিনি জযবা (আত্মিক আকর্ষণ) ও সলুক (আত্মিক ভ্রমণ) উভয়বিধ সৌভাগ্য লাভ করেছেন ও পূর্ণ 'ফানা' ও 'বাকা'র অধিকারী হয়েছেন এবং সায়ের ইলাল্লাহ[৩] সায়ের ফিল্লাহ[৪] সায়ের আনিল্লাহ্‌

(১) মুরীদ—অভিলাষী অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীরের ইচ্ছায় আল্লাহ্‌-তায়ালার সান্নিধ্য লাভের সংকল্প করে।

(২) মুরাদ—অভীষ্ট ও বাঞ্ছিত, অর্থাৎ—আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে স্বীয় সান্নিধ্য প্রদানের ইচ্ছা করেন।

(৩) আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ভ্রমণ।

(৪) আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর মধ্যে ভ্রমণ।

www.pathagar.com

বিল্লাহ্[১] সায়ের ফিল্ মাশইয়া বিল্লাহ্[২] এই সায়ের চতুষ্টয়ের পরস্পরে অতিক্রম করেছে। উক্ত পীর যদি সলুকের পূর্বে জযবা লাভ করে থাকেন এবং মুরাদ বা অভীষ্ট ব্যক্তিগণের মত প্রতিপালিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি স্পর্শমণি তুল্য, তাঁর কথাবার্তা অমৃততুল্য এবং তাঁর শুভদৃষ্টিই রোগমুক্তির কারণ। মৃত অন্তঃকরণসমূহ জীবিত হওয়া তাঁর লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ও অসার জীবনগুলি তাঁর সূক্ষ্ম-দৃষ্টির দ্বারাই সতেজ হয়ে থাকে। কিন্তু যদি উক্তরূপ কামেল পীরলব্ধ না হয়, তাহলে সালেক মজ্জুব বা প্রথমে ভ্রমণ, তারপর আকর্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি হলেও তাকে যথেষ্ট জানা উচিৎ। তাঁর দ্বারাও অপূর্ণ ব্যক্তিগণ পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে এবং 'ফানা' 'বাকা' পর্যন্ত উপনীত হয়ে থাকেন।

আল্লাহ্ পাক যদি নিজ অনুগ্রহে কোন তালিবকে উক্তরূপ কামিলে মুকাম্মেল পীরের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন তবে তাঁর মর্যাদা ঃ

আরশের কাছে আকাশ অতি নিম্নতর
মৃত্তিকা হতে কিন্তু অতি উচ্চতর।

অজুদকে (অস্তিত্বকে) যথেষ্টরূপে জানা উচিৎ এবং পূর্ণরূপে নিজেকে তদীয় হস্তে সমর্পণ করা আবশ্যক। তাঁর সন্তুষ্টিতে নিজের সৌভাগ্য এবং অসন্তুষ্টিতে দুর্ভাগ্য জানা দরকার। ফল কথা, নিজের যাবতীয় আকাঙ্খা তাঁর সন্তুষ্টির অনুকূল করা কর্তব্য। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "তোমাদের মধ্যে কেউই মুমেন হতে পারবে না—যে পর্যন্ত তার যাবতীয় আকাঙ্খা আমার আনীত শরিয়তের অনুকূলে না হয়"।

জানা আবশ্যক যে, পীরের সংসর্গের আদব সম্মান করা ও তার শর্তসমূহ বজায় রাখা এই আধ্যাত্মিক পথের জন্য একান্ত আবশ্যক। তবেই ফায়দা বা উপকার আদান প্রদানের পথ উন্মুক্ত হবে। তা

(১) সায়ের আনিল্লাহ্ বিল্লাহ্—আল্লাহ্তায়লার নৈকট্য হতে তাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন।

(২) সায়ের ফিল মাশইয়া বিল্লাহ—আল্লাহ্তায়লাকে নিয়ে সৃষ্টি বস্তুর মধ্যেভ্রমণ।

www.pathagar.com

ব্যতীত সংসর্গের কোন ফল লাভ হবে না ও পীরের মজলিসে অবস্থানেও কোন ফলোদয় হবে না। পীরের সংসর্গের কতিপয় আদব ও জরুরী শর্ত বর্ণনা করছি, মনোযোগের সাথে হুঁশিয়ার হয়ে শ্রবণ করবেন।

জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, তালেবের উচিৎ, স্বীয় অন্তঃকরণের লক্ষ্য অন্য দিক হতে ফিরিয়ে যেন তদীয় পীরের দিকে নিয়োজিত করে। পীরের উপস্থিতিকালে তাঁর বিনা অনুমতিতে নফল ইবাদত কিংবা যিকির ইত্যাদির মধ্যে লিপ্ত হবে না ও তাঁর সামনে অন্য কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না; বরং তাঁর প্রতি পূর্ণরূপে লক্ষ্য রেখে উপবিষ্ট থাকবে; এ পর্যন্ত যে, তিনি আদেশ না করলে যিকিরের মধ্যেও মনোনিবেশ করবে না এবং ফরজ ও সুন্নত ব্যতীত তাঁর সম্মুখে অন্য কোন সালাত আদায় করবে না। কথিত আছে যে, বর্তমান সময়ের মুজাদ্দেদ সাহেবের যুগের বাদশাহের সামনে তাঁর মন্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, ইতিমধ্যে তাঁর পায়জামার দিকে দৃষ্টি পড়ায় হাত দ্বারা তার বাঁধন ঠিক করছিলেন। তখন বাদশাহের দৃষ্টি তাঁর প্রতি পতিত হলো। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখে বাদশাহ্ কঠিন ভাষায় বল্লেন "আমি বরদাস্ত করতে পারবো না তুমি আমার মন্ত্রী হয়ে আমার সামনেই নিজের পায়জামার প্রতি লক্ষ্য কর'। এখন চিন্তা করে দেখা উচিৎ যে, পার্থিব বিষয়ের অবলম্বন বাদশাহের কাছে যখন এরূপ সূক্ষ্ম আদব-সম্মান পালন করতে হয়, তখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে পৌঁছাবার যিনি ওসিলা বা মাধ্যম তাঁর আদব-সম্মান আরও পূর্ণরূপে বজায় রাখা যে একান্ত কর্তব্য তা স্বতঃসিদ্ধ। মুরীদ যেন এমন স্থানে দন্ডায়মান না হয় যাতে তার ছায়া পীরের বস্ত্র বা তাঁর ছায়ার উপর পতিত হয়। পীরের জায়নামাজের উপর পা দেবে না। এবং তাঁর ওযু গোসলের পাত্র ব্যবহার করবে না। মুরীদ পীরের সম্মুখে পানাহার করবে না এবং অন্য কারুর সাথে কথা বলবে না আর থুথু ফেলবে না। পীর যে কোন কাজ করুন না কেন, তা সত্য ও সঠিক বলে জানবে, যদিও তা কারুর কাছে অন্যায় বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু তিনি যা করেন ইলহাম বা আল্লাহ্র আদেশক্রমে

www.pathagar.com

করেন; সুতরাং তথায় সমালোচনার কোনই অবকাশ নেই। অবশ্য ইলহামের মধ্যে কখনও ভুল হওয়াও সম্ভব, কিন্তু উক্ত ভুল ইজতেহাদ বা মসআলা উদ্ধারের ভুলের অনুরূপ, অতএব তার জন্য কোন সমালোচনা ও তিরস্কার করা জায়েয নয়। উপরন্তু মুরীদ যখন পীরকে ভালবাসে এবং যখন প্রিয় ব্যক্তির কার্য প্রেমিকের চোখে সুন্দর ও ভাল মনে হয়, তখন তথায় সমালোচনার কোনই স্থান থাকে না। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ববিষয়ে পীরের অনুসরণ করবে। সেটা আহার-নিদ্রাই হোক বা বস্ত্র পরিধান ও ইবাদত করাই হোক। পীর যে ভাবে সালাত আদায় করেন মুরীদ সেইভাবেই পাঠ করবে এবং তাঁর কায দ্বারাই ফেকাহ্‌র আদেশাবলী শিক্ষা নেবে।

স্বীয় গৃহে আছে যার প্রিয়-সাথীজন,
চায় না সে পুষ্প, কলি, কুসুম্ব কানন।

পীরের কোন গতিবিধির প্রতি সরিষা পরিমাণও সমালোচনা করবে না। যেহেতু সমালোচনাকারীর শেষ ফল বঞ্চিত হওয়া এবং এই বুজুর্গগণের ছিদ্রানুসন্ধানকারীই যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে দুর্ভাগ্যবান। আল্লাহ্‌তায়ালা এই বৃহত্তম পরীক্ষা হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। স্বীয় পীরের কাছ হতে কোন কারামত বা অলৌকিক ঘটনা দেখবার আশা যেন না করে। যদিও এইরূপ ধারণা মনের দুশ্চিন্তা হতে উদ্ভূত হয়। কোনও মুমেন ব্যক্তি স্বীয় পয়গম্বরের নিকট হতে কস্মিনকালেও মু'জেযা দেখবার আকাঙখা করেন নি। বরং কাফির বা অস্বীকারকারীরাই মু'জেযা তলব করেছে।

মু'জেযায় হয় শুধু দুশমন দমন,
অভিন্ন জাতিতে হয় আত্মার মিলন।
মু'জেযা কর্তৃক কভু হয় না ঈমান,
গুণ আহরণ করে অভিন্ন পরাণ।

পীরের প্রতি মুরীদের অন্তরে যদি কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়, তবে অবিলম্বে তা পীরের খিদমতে পেশ করবে। যদি তাঁর দ্বারা সেটার

www.pathagar.com

সমাধান না হয়, তবে নিজেরই ত্রুটি বলে মনে করবে। পীরের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করবে না। যদি কোন ঘটনা কিংবা স্বপ্ন প্রকাশ পায় তা পীর হতে গোপন রাখবে না। তাঁর নিকট হতে স্বপ্নের তাবির (ফলাফল) জানতে চাইবে এবং নিজের মনে যে তাবির অনুমান হয় তাও তাঁর নিকট প্রকাশ করবে এবং উহার সত্যাসত্য জেনে নিবে। মুরীদ কখনও নিজের কাশফের (আত্মিক বিকাশের) প্রতি নির্ভর করবে না; কেননা জগতে সত্যাসত্য সম্মিলিত আছে। স্বীয় পীরের নিকট হতে বিনা আবশ্যকে এবং তাঁর বিনা আদেশে প্রস্থান করবে না। কারণ পীর হতে অন্যকে ভাল জানা ও তাঁকে পরিত্যাগ করে অন্যকে গ্রহণ করা বায়েত বা শিষ্যত্বের বিপরীত। তাঁর কথার শব্দ হতে নিজের শব্দ উচ্চ করবে না; এবং উচ্চস্বরে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলবেনা, এটা অত্যন্ত বেয়াদবী (অসম্মান)। যদি কোন ফয়েয ও প্রসারণ লাভ হয় তা স্বীয় পীর হতে হয়েছে ধারণা করবে। যদি স্বপ্নে দেখ যে অন্য পীর হতে ফয়েয আসছে, তবে তাকে নিজের পীর হতে সমাগত বলে জানবে। কারণ পীর যখন যাবতীয় কামালাত বা পূর্ণতা ও ফয়েযসমূহের সমষ্টি, তখন পীরের বিশিষ্ট ফয়েয যা উক্ত মুরীদের যোগ্যতার অনুকূল এবং কোন এক পীর যার নিকট হতে বাহ্যতঃ ফয়েয আসা পরিলক্ষিত হচ্ছে তাঁর কামালতের উপযোগী তা মুরীদের নিকট পৌঁছে এবং স্বীয় পীরের কোন এক লতিফা যিকির বের হওয়ার স্থান। উল্লিখিত পীরের আকৃতি ধারণ করে উক্ত মুরীদের পরীক্ষার্থে প্রকাশ পেয়ে থাকে। মুরীদ স্বীয় পীরের লতিফাকে অন্য পীর ধারণপূর্বক তা হতে ফয়েয আসছে চিন্তা করে। এটা মুরীদের জন্য পদস্খলনের বৃহত্তম স্থান। আল্লাহ্‌পাক হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) এর ওসিলায় আমাদেরকে এইরূপ পদস্খলন হতে রক্ষা করে স্বীয় পীরের মহব্বত ও আকিদার প্রতি সুদৃঢ় রাখুন। আমীন্।

---

(১) টীকা:—অর্থাৎ এইরূপ স্থলে মুরীদ চিন্তা করতে পারে যে, আমি আমার পীর হতে বড় দরবারের ফয়েয (পরের পাতায় দ্রষ্টব্য)

www.pathagar.com

ফল কথা "তরীকা সম্পূর্ণই আদব" মশহুর বাক্য, কোন বেআদব আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করে না। যদি কোন মুরীদ কোন বিষয়ের আদব রক্ষা করতে অপারগ হয়, বা যথোচিত ভাবে রক্ষা করতে সক্ষম না হয় এমতাবস্থায় যদি চেষ্টা করে সে সক্ষম হয় তবে মার্জনীয়, কিন্তু নিজেকে দোষী বলে জানতে হবে। আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন যদি সে আদবও না করে এবং নিজেকে দোষীও জ্ঞান না করে, তবে সে এই বুযর্গগণের ফয়েয ও মহব্বত হতে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।

সৎ পথে মনোযোগ নাহিকো যাহার
নবী (সঃ) বেশেও ফল হয় না তাহার।

অবশ্য যে মুরীদ স্বীয় পীরের তাওয়াজ্জুহের বরকতে 'ফানা' 'বাকা' মর্তবা পর্যন্ত উপনীত হয় এবং যার এলহাম বা ঐশিক বিজ্ঞপ্তি ও বিবেকের পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হয় এবং তার পীরও তা অনুমোদন করেন এবং তার পূর্ণতার সাক্ষ্য দেন, প্রকারের মুরীদ যদি ইলহাম সম্পর্কে বিষয় নিয়ে পীরের এই বিরোধিতা করে এবং স্বীয় এলহামের চাহিদানুযায়ী আমল করে তবে তা করতে পারে। যদিও তা পীরের কার্যের বিপরীত হয়। কেননা উক্ত মুরীদ তখন তকলীদ বা অনুকরণের গণ্ডির বাইরে চলে যায়। এবং তখন তার জন্য অনুকরণ করা দোষনীয় হয়। লক্ষ্য করে দেখা উচিৎ যে, হযরত নবী (সঃ) এর সাহাবাগন ইজতেহাদ বা স্বীয় বিবেচনাধীন কার্যসমূহ ও অনবতরিত হুকুম সমূহের মধ্যে সরওয়ারে দো আলম (সঃ) এর মতের বিরোধীতা করেছিলেন এবং অনেক স্থলে সাহাবীদের অভিমতই সত্য হয়েছিল। আলেমগণের নিকট এটা অপ্রকাশ্য নয়। সুতরাং জানা গেল যে মুরীদ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে পীরের বিপরীত কাজ করতে পারে তখন তা তার

লাভ করছি অথবা অমুক পীর যিনি আমার পীর হতে সর্ববাদীসম্মত বড় যথা সাইয়্যেদ আঃ কাদির জিলানী (রঃ) অথবা খাজা মঈনুদ্দীন্‌ চিশ্‌তী (রঃ) তিনি যখন আমাকে ফয়েয দিচ্ছেন তখন আমার পীরের কোনই আবশ্যক করে না। এই হেতু মুরীদ স্বীয় পীর হতে বিমুখ হয়ে বরবাদ হয়ে যায়।— (মকতুবাত ই-ইমামে রব্বানী)

www.pathagar.com

বেআদবী হয়। বরং সেটা হয় আদব, নতুবা পয়গাম্বর (সঃ) এর সাহাবাগণ যাঁরা পূর্ণ আদব সম্পন্ন ছিলেন তাঁরা অনুসরণ করা ব্যতীত অন্য কিছুই করতেন না। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) যখন ইজতেহাদ বা মসআলা উদ্ধারের স্তরে উপনীত হলেন, তখন সেটার জন্য ইমাম আবু হানিফার (রঃ) অনুসরণ করা ভুল হতো বরং নিজের মতের অনুসরণ করাই তাঁর জন্য উচিৎ ছিল। বর্ণিত আছে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেছেন-"আমি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)'র সংথে ছয় মাস পর্যন্ত কুরআন পাক আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি বস্তু কিনা তা' নিয়ে আলোচনা করছি" শুনে থাকবেন যে বিভিন্ন মতের সমাবেশ ব্যতীত কোন আবিষ্কার পূর্ণতা লাভ করেনা। 'ছিব্ওয়াহের সময় যে আরবী ব্যকরণ ছিল, বহু মতের সমাবেশ কর্তৃক তা এখন সহস্র গুণ বর্ধিত হয়েছে, কিন্তু সিবওয়াহ যখন তার ভিত্তি প্রদানকারী তখন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পূর্ববর্তিগণই শ্রেষ্ঠত্বধারী বটে, কিন্তু পরবর্ত্তিগন কামেল বা পূর্ণ। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "আমার উম্মতগণ বৃষ্টিতুল্য, এদের পূর্ববর্তিগণ শ্রেষ্ঠ অথবা পরবর্তীগণ তা বুঝা যায় না।"

মুরীদগণের ভ্রম-সন্দেহ দূর করণার্থে পরিশিষ্টে জানা আবশ্যক যে, সুফীগণ বলে থাকেন—"শায়খ জীবিত করেন ও মারেন" এই জীবিতকরণ বা মারণ শায়খ বা পীরত্বের মাকামের জন্য অনিবার্য, কিন্তু জীবিত করার অর্থ আত্মাকে জীবিত করা দেহকে নহে। এইরূপ মারণ অর্থাৎ আত্মাকে মারা এবং জীবন-মরণের অর্থ 'ফানা' ও 'বাকা' যা বেলায়েত বা আল্লাহ্র নৈকট্যের মাকামে ও পূর্ণতার স্তরে উপনীত করে। অগ্রগামী পীরগণ আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে উক্ত কার্যদ্বয় সম্পাদন করার যিম্মাদার বটে অতএব তা না করে তার উপায় নেই। কিন্তু জীবিত করণ ও মারণ অর্থ বাকা বা আল্লাহ্তায়ালার মধ্যে স্থায়িত প্রদান করা ও 'ফানা' অর্থাৎ বিলীন হয়ে যাওয়া। দৈহিক জীবিত-করণ ও মারণের সাথে পীরত্বপদের কোনই সংশ্রব নেই। অগ্রগামী পীর তৃণচুম্বক তুল্য। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে সে তৃন-খন্ডের মত তাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয় এবং তার নিজ অংশটুকু পূর্ণ করে নেয়।

www.pathagar.com

কারামত ও অলৌকিক কার্যসমূহ মুরীদগণকে আকৃষ্ট করার জন্য নয়। আধ্যাত্মিক সম্পর্কের দ্বারাই তারা আকৃষ্ট হয়ে থাকে। যারা সম্পর্ক রাখে না তারা যতই মু'জেযা, কারামত দেখুক না কেন, তারা এদের কামালত হতে বঞ্চিত ও মাহরুম হয়ে থাকে। আবুজহল ও আবুলাহাব কাফেরদ্বয়কে এই প্রমাণ স্বরূপ ধরে নেয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক কাফেরদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, 'যদি তারা যাবতীয় চিহ্ন বা মু'জেযা অবলোকন করে তবু তারা তাতে বিশ্বাস করবে না, অবশেষে যখন তারা আপনার নিকট আসবে তখন কলহ করবে। কাফেরগণ বলে যে, এটা পূর্বকালের কাহিনী ব্যতীত কিছু নয়।" ওয়াচ্ছালাম।

(এই অনুবাদটি প্রখ্যাত পীর, হাদী, সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্ব মাওলানা শাহ মুহাম্মদ মুফতী আহ্‌মদ আফতাবী সাহেবের বঙ্গানুবাদ মকতুবাত শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে।)

হযরত শায়খ আবদুল হামিদ বাঙালী (রঃ) সম্পর্কে হযরত শায়খ আবদুল হাই শাদমানী (রঃ)-এর মন্তব্য ঃ

হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রঃ) আমাকে যখন পাটনা পাঠালেন, তখন ইরশাদ করলেন যে, শায়খ হামিদ বাঙালী (রঃ) সম্পর্কে আমি ধারণা দিতে পারি না। কারণ তাঁর বিষয়ে আমার নিশ্চয়তা অটল নয়। তোমাকে একবার সেখানে তার কাছে অবশ্যই যাওয়া দরকার। হুযুরের ঐ বাক্যে আমি চিন্তিত হলাম যে, মঙ্গল-কোটে কি ব্যবস্থায় যাওয়া যায়। ঘটনাক্রমে একবার প্রয়োজন বশতঃ সেখানে যেতে বাধ্য হলাম। আমি শায়খ সাহেবের খেদমতে পাটনা রওনা হলাম এবং চিন্তা করছিলাম যে, শায়খ সাহেব স্বীয় জায়গার মধ্যে খুব বড় পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ দরবেশ। আমার উপদেশে তাঁর কি ফায়দা হতে পারে। কিন্তু সংগে সংগে ঐ ধারণাটুকুও

www.pathagar.com

হলো যে, হযরত কেবলার এরশাদ মোবারকের মধ্যে অবশ্য যুক্তি আছে। শেষ পর্যন্ত আমি শায়খ সাহেবের সংগে মঙ্গলকোটে সাক্ষাৎ লাভ করলাম। শায়েখ সাহেব আমাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন ও বললেন যে, আঁ-হযরত কেবলা ও অন্যান্য বুযুর্গগণ লিখেছেন যে, রিসালাতে পানাহ হযরত রসুলে খোদার (সাঃ) মহব্বৎ অত্র রাস্তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। (হারাতু-কুদ্‌স)

এই শায়খ আবদুল হাই শাদ্‌মানী (রঃ) ইরানের অন্তর্গত ইস্‌পাহানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শান্ত স্বভাবের ও স্বল্পভাষী বুযুর্গ হিসাবে পরিচিত তরিকাতের শিক্ষা শেষে হযরত মুজাদ্দেদ সাহেব (রঃ) তাকে পাটনা প্রেরণ করেন। পাটনাতে প্রথম থেকেই হযরত মুজাদ্দেদ সাহেবের খলিফা শায়খ নূর মুহাম্মদ (রঃ) নির্ধারিত ছিলেন। হযরত মুজাদ্দেদ (রঃ) লিখছেন যে, পাটনাতে মাওলানা আঃ হাই (রঃ) ও শায়খ নূর (রঃ) দুজনের বর্তমান থাকা শহরে (পাটনাতে) "কেরানুস্‌সা'দাইন[১]" এর তুল্য। মকতুবাতে রাব্বানীর দ্বিতীয় খণ্ড হযরত মওলানা আঃ হাই সংকলিত তাযকেরাতুল আ'বেদীন এরা (পৃঃ ১২৩) মধ্যে আছে, তিনি ১০৭০ হিঃ মোতাবেক ১৬৩০ খৃঃ ইন্তেকাল করেন। তাযকেরায়ে মুজাদ্দেদে আলফেসানী ঃ মওলানা মুহাম্মদ মনযুরে নোমানী ঃ (পৃঃ ৩৩৯-৩০)।

---

(১) টীকা ঃ দুই মহাভাগ্যবান বন্ধুর সমতুল্য।
—লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

মোঙ্গলকোট তথা বর্ধমানের কৃতি সন্তান

হযরত মওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী (রঃ) ছাড়াও মোঙ্গলকোট ও বর্ধমানের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম যতদূর আমাদের জান আছে নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. হযরত মওলানা জিল্লুর রহীম মোঙ্গলকোটি (রঃ)।

২. ,, ,, আল্লামা মোহাম্মদ ,, (রঃ)।

৩. ,, ,, কাজী আতা এলাহী ,, ,,।

৪. ,, ,, মুমাইয়েযুল হক ,, ,,।

৫. ,, সূফী নেয়াজ আহমদ সাহেব (রঃ) কাণ্ড়াপোতা, বর্ধমান।

৬. ,, জনাব আলী আহমদ সাহেব (রঃ) জিলা ও ষ্টেশন জজমুয়ারা (বিহার)।

৭. সূফী সুলতান আহমদ (রঃ) বিশেষ সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল রেজিস্ট্রেশন (বিহার)

৮. জনাব ইহসান আহমদ সাহেব (রঃ) বোম্বাইতে ইন্তেকাল।

৯. ,, ,, আযীয আহমদ সাহেব, ভাগলপুর, বিহার।

১০. জনাব ডাঃ মহিউদ্দীন সাহেব, তাতারপুর, ভাগলপুর, বিহার।

১১. ,, ,, আখতার উদ্দীন সাহেব ,, ,, ,,

১২. ,, ,, আমীন আহমদ সাহেব ,, ,, ,,

১৩. ,, সূফী আনোয়ার আহমদ সাহেব, এম, এস, সি, টেকনোলোজিষ্ট, সুন্দরী, জেলা ধান্‌বাদ (বিহার)।

১৪. জনাব সূফী মহীউদ্দিন আহমদ সাহেব, গম বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইন্‌স্টিটিউট, ঢাকা।

১৫. জনাব আলহাজ ডাঃ আবু তোরাব সাহেব, প্রেসিডেন্ট হামিদ বাঙালী ওয়াক্‌ফ্‌ কমিটি, মোঙ্গলকোট।

www.pathagar.com

১৬. জনাব আবুল হাশিম সাহেব, প্রাক্তন ডিরেক্টর তদানীন্তন ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

১৭. অধ্যাপক মরহুম আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন সাহেব, এম, এ, প্রাক্তন অধ্যাপক, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন, বীরভূম ও সম্পাদক সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ এবং সহকারী অনুবাদক বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৮. শামসুল উলামা মওলানা ইসহাক বর্ধমানী (রঃ) প্রাক্তন হেড মওলানা মাদ্রাসায় আলীয়া, কলকাতা।

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম, চুরুলিয়া, বর্ধমান, কবর—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ।

২০. নওয়াব সাইয়েদ আলী আশরাফ, বর্ধমান, কংড়াপোতা।

২১. কাযী সুফী পীর আবদুল হামীদ (মাদাঃ) প্রধান সহকারী হিসাবরক্ষক : বি, জে, এম, সি, এবং নারিন্দার পীর সাহেবের খলিফা।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

মোঙ্গলকোটের যাতায়াত ব্যবস্থা

হাওড়া ষ্টেশন হইতে বর্ধমান (দিল্লী তুফান মেইল)

,, ,, ,, কাটোয়া (গয়া লোকাল)

বর্ধমান ,, ,, ,, (কাটোয়া হইতে নতুন হাটের বাসে মোঙ্গল কোর্ট)

বর্ধমান ,, ,, (বি, কে, আর) ষ্টেশন হইতে বলগোনা, সেখান হইতে নতুন হাটের বাসে মোঙ্গল কোর্ট।

হাওড়া হ'তে বলগোনা (বর্ধমান হইয়া ই, আই, আর) যারা বাংলাদেশ থেকে বনগাঁ, বারাশাত ও দর্শনা রানাঘাট হইয়া যাবে তারা নৈহাটী ও ব্যারাকপুর হয়ে ব্যাণ্ডল জংশন যাবে এবং ব্যাণ্ডেল থেকে কাটোয়া অথবা মেমারী বর্ধমান হয়ে মোঙ্গলকোট যাবে। যারা উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও আসাম হয়ে আসবে তাঁরাও কাটোয়া নামবে ও সেখান থেকে মোঙ্গলকোট এবং যারা বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আসবে তারা চিত্তরঞ্জন থেকে আসানসোলগামী ট্রেনে রাণীগঞ্জ হয়ে বর্ধমান, সেখান থেকে মোঙ্গলকোট আসবে।

সকল ষ্টেশনে ষ্টাণ্ডার্ড টাইম রাখা হয়। বিস্তারিত ষ্টেশনে জেনে নিবে।

বার্ষিক মাহফিলের সময় মাযার শরীফ পর্যন্ত বিশেষ বাস যাতায়াত করে।

———

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৩

অভিমত

বাংলা তথা পূর্ব্ব ভারতের নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার প্রবর্ত্তক ও তৎকালীন মোঘল সম্রাট শাহজাহান বাদশাহ্‌র পীর তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মহাপণ্ডিত হুযুর হযরত শাইখে তরিকত মওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী দানিশমন্দ (র:)-এর জীবনী সম্পর্কে:- অবিভক্ত বাংলার কৃতি সন্তান কলকাতা আলী। মাদ্রাসার হেড্ মওলানা এবং ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের ভূত পূর্ব্ব অধ্যক্ষ, সাবেক পাকিস্তান ইসলামিক এ্যাড্‌ভাইজারী কমিটির উপদেষ্টা ওস্তাযুল আসাতেযা শামসুল উলামা হযরত মওলানা বেলায়েত হোসাইন সাহেবের অভিমত—

'দীর্ঘ্য' দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে লুপ্ত প্রায় হুযুর হযরত মওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী দানিশমন্দ (রা:)-এর পবিত্র জীবনী বাংলার যমীনে বাংলা ভাষাভাষী তরিকৎ-পন্থী ভাইগণ, জ্ঞানী মহল ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে এ-ই সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশিত হওয়ার জন্য তরুণ উদীয়মান প্রতিভাধারী সমাজ সেবক স্নেহধন্য আতহারউদ্দীন মোল্লা আহমদাবাদীকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। বয়ো বৃদ্ধ হওয়ায় নিজের পক্ষে পুস্তকটির পাণ্ডু-লিপি পড়িতে অক্ষম হওয়ায় অন্যের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পুস্তকটি শায়খ হামিদ বাংগালী সহ মোঙ্গল কোটের তথ্য বহুল প্রাচীন ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে, অতএব আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছি।

আমি পুস্তকটির সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ও ব্যাপক প্রচারের জন্য মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫/৩/৭৮ ইং
শাম'সী মঞ্জিল।
৫১, কে, পি, ঘোষ ষ্ট্রীট
ঢাকা—১

ইতি
বেলায়েত হোসাইন গাফফারাল হু

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

অখন্ড বাংলা ও আসামের মুফতীয়ে আযম বাংলা ও উর্দু ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা ফখ্রুল মুহাদ্দেসীন পীরে কামেল আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবু যাফর সিদ্দিকী (ফুরফুরা শরীফ) মেজ হুযুর পীর কেবলা সাহেবের অভিমত ঃ

হযরত মওলানা শায়খ আবদুল হামিদ বাঙালী রহমতুল্লাহ আলায়হির জীবনী পুস্তকখানা পড়ে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তায়ালা মেহেরবানী করে আমার মুরীদ ও অত্র পুস্তকের লেখক মওলানা আতহারউদ্দীন মোল্লার প্রচেষ্টাকে উত্তম মর্যাদা দান করুন।

বিশেষ করে লেখক মওলানা শায়খ আবদুল হামিদ বাঙালী (রহঃ)-এর জীবনীর উপরে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। অতএব সমাজের নিকট লেখক ধন্যবাদার্হ। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এর এক কপি সংগ্রহ করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কামনা করি, যেন উভয় বাংলার মুসলিম সমাজের নিকট অত্র প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হয়। আমীন।

মুহাঃ আবু যাফর সিদ্দিকী
সাং ও পোঃ—ফুরফুরা শরীফ
জেলা—হুগলী, পশ্চিম বাংলা।

ঢাকা
৩০-১-৮১

॥ তিন ॥

অত্র পুস্তক সম্পর্কে 'হামিদ বাঙালী ওয়াক্ফ কমিটি'র প্রেসিডেন্ট, মোঙ্গলকোটের কৃতি সন্তান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঙ্গলকোট ইউনিয়ন পরিষদ, সেক্রেটারী এ, কে, এম, এইচ, ই, স্কুল মোঙ্গলকোট, আলহাজ্ব মৌলভী ডাঃ আবু তোরাব সাহেবের অভিমত ঃ

জনাব মওলানা এ, এস, এম, আতহারউদ্দীন মোল্লা সাহেব সুদূর পটুয়াখালী হ'তে মোঙ্গলকোটের মাযারসমূহ যিয়ারতে এসে এ স্থানের আউলিয়াগণের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। আমি দোয়া করছি, যেন

www.pathagar.com

তিনি তাঁর এই প্রচেষ্টায় সফল হন। অত্র ইতিহাসখানি তিনিই প্রথম সমাজে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেছেন। অত্র পুস্তকখানি থেকে আরিফে রব্বানী শায়খ হামিদ বাঙালী (রহঃ)-এর কর্মজীবনের রূপ কিঞ্চিৎ জেগে উঠবে। যাঁরা তরিকতপন্থী তাঁদের জন্য এই বইখানি বিশেষ উপকারে আসবে।

নকশবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরীকায় শায়খ হামিদ বাঙালী ছিলেন বাংলাদেশের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ)-এর প্রধান খলীফা। তরীকতপন্থী ভাইগণ, লেখক ও পাঠক সকলের জন্য আমি দোয়া করছি। আর আমি এই তরুণ লেখকের উদ্দীপনা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করছি।

আমিন, সুম্মা আমিন।

নূর মনজিল,
খানকায়ে মোজাদ্দেদীয়া।
২-৭-৭৭ ইং।

মুহাম্মদ আবু তোরাব
মোঙ্গলকোট, জেলা—বর্ধমান,
পশ্চিম বাংলা।

॥ চার ॥

পশ্চিম বাংলা রাজ্য হজ্ব কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক, ম্যানেজার মাসিক নেদায়ে ইসলাম, কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার কৃতি সন্তান, জনাব আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ আশরাফ হোসাইন সাহেবের অভিমত ঃ

জনাব মওলানা আবু সালেহ্ মুহম্মদ আতহারউদ্দীন মোল্লা সাহেব (আহমদাবাদী) বহু পরিশ্রম সহকারে ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ)-এর সুযোগ্য খলীফা হযরত মওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী (রহঃ)-এর জীবনকাহিনী এবং তাঁর মাযার শরীফ বর্ধমান জেলার মোঙ্গলকোটের পরিচিতিসহ এই পুস্তকখানি সংগ্রথিত করেছেন। এতে বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসু-দের যথেষ্ট রূহানী ফয়য হাসিল হবে বলে আশা করি। লেখকের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার তরক্কী কামনা করছি। আমিন, সুম্মা আমীন।

২৪/এ পার্ক সার্কাস,
কলকাতা, ভারত

সৈয়দ আশরাফ হোসাইন

॥ পাঁচ ॥

This is to certify that Mr. A. S. M. Athar Uddin Molla is known to me for five years. To my knowledge he is occupied in the service of Al-Islam and he is endeavour into contribute to the cause of enlightenment of the fellow Muslim Brethren by his writing on the Saints and Sufis of Islam particularly in Bangladesh ever since the advent of Islam to this part of the glove.

He is energetic and relentless in the service of the people in faith. I wish him success in life. May Allah grant him knowledge. Ameen.

SYED A. M. MUKHTAR
Khademul Islam, Dhaka

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪

এক

প্রায় তিন যুগ পূর্বের মোঙ্গলকোটে প্রচারিত সারহিন্দ শরীফ সম্পর্কে একটি ইশ্‌তেহার। ডাঃ আলহাজ্ব আবু তোরাব সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত :

সারহিন্দ শরীফের বিখ্যাত পীরের মাযার শরীফ

নক্‌শবান্দীয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরিকার প্রবর্তক হযরত মোজাদ্দিদ আল্‌ফে-সানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হে, যাঁহার অনাবিল তরিকা অনুসরণ করিয়া জগতের অধিকাংশ ওলামা ও আউলিয়া অদ্যাবধি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহা সেই মহান ওলি-আল্লার প্রসিদ্ধ দর্গাহ। এই জগদ্বিখ্যাত পীরের নিকট দিল্লীর জাহাঙ্গীর বাদশাহ মুরিদ হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের অধীন পূর্ব-পাঞ্জাবের মধ্যে পাতিয়ালা মহারাজার এলাকার অন্তর্গত সারহিন্দ শরীফ নামক স্থানে এই পবিত্র মাযার শরীফ অবস্থিত। বোম্বাইর বিখ্যাত সওদাগর জনাব হাজী সেঠ্‌ ওলি মোহাম্মদ সাহেব নামক এক তরিকাপন্থী ভক্ত কিছুকাল পূর্বে এই পবিত্র আস্তানাটি দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বহু মূল্যবান শ্বেত পাথরের দ্বারা আগ্রার বিখ্যাত তাজমহলের নক্সা অনুসারে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সারহিন্দ শরীফে প্রত্যেক বৎসর হিজরী সনের ২৭শে ও ২৮শে শফর তারিখে একটি বিরাট জালসার অধিবেশন হইয়া থাকে। নানা দেশ হইতে অসংখ্য লোক এই জালসায় যোগদান করেন। এখানকার শিখ্‌ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও এই পবিত্র আস্তানাটিকে সম্মানের চক্ষে দেখেন।

হিন্দুস্থানের অধীন পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মোঙ্গলকোটের প্রসিদ্ধ আলেম হযরত মওলানা শায়খ্‌ হামিদ বাঙ্গালী

www.pathagar.com

রাহমাতুল্লাহ্, আলায়হে সারহিন্দ শরীফের উপরোক্ত বিশ্ব-বিখ্যাত পীরের কাছে মুরীদ হন এবং তাঁর প্রধান খলীফার পদ লাভ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে হেদায়েতের পথে আনেন। সন ১০৫০ হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হয়। মোঙ্গলকোটে তাঁহার পবিত্র মাযার শরীফ এখন ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে, যাহা দেখিলেই দুঃখে কাঁদিতে হয়। শাহ্জাহান সম্রাট হইবার অগ্রে (যখন তিনি শাহ্যাদা খুর্রম নামে পরিচিতি ছিলেন) সন ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলকোটের পীরের নিকট মুরিদ হইয়া রাজত্ব পাইবার জন্য দোওয়া প্রার্থী হন। শাহ্জাহান দিল্লীর বাদশাহ্ হইবার পর আপন পীরের নামে বহু মূল্যবান সম্পত্তি—বার্ষিক ৮০ হাজার মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি নামমাত্র কর নির্ধারণপূর্বক প্রদান করেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় বহু লোভী লোকেরা উহার অনেকাংশ নিজ নিজ দখলে নিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। বাকী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কমিটিও আছে বটে, কিন্তু সম্রাট কর্ত্তৃক ওয়াকফকৃত সম্পত্তি উদ্ধারের কোন চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন না। কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ আলহাজ্জ আবু তোরাব অনেকবার ভারত সরকারের কাছে লেখালেখি করিয়াও কোন ফল পান নাই। এদিকে মোঙ্গলকোটের বর্ত্তমান অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে এখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা উপস্থিত হইয়া দোওয়া প্রার্থী হন। এখানকার পীরের দরবারটি হিন্দু-মুসলমানের একটি মিলনের কেন্দ্র। উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে আসিয়া শান্তি লাভ করেন। বাৎসরিক জালসায় বক্তাগণ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া কিরূপে দিন ও দুনিয়ার তারাক্কী করা যায় তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। জামিয়্যতে উলামায়ে হিন্দের আলেমগণ এই সদুদ্দেশ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই আনন্দের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান ওয়াক্ফ কমিশনার জনাব হবিবুর রহমান চৌধুরী বি-এল সাহেব ২৭শে জুন ইং '৪৯ তারিখে মোঙ্গলকোটে ওয়াক্ফ কমিটির কার্য্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কোনদিন কোন ওয়াক্ফ কমিশনার মোঙ্গলকোটে আসেন নাই। এখানকার পবিত্র

www.pathagar.com

মাযার শরীফের উন্নতির জন্য তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছেন। সেজন্য আমরা সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ইতি—১২/৯/৪৯
খাদেমুল ইসলাম
মুহাম্মদ আবু তোরাব
সাং মোঙ্গলকোট, জিলা—বর্দ্ধমান

॥ দুই ॥

বর্ধমান জেলার মোঙ্গলকোট এলাকায় ১৩৬০ হিজরীর ১৮ ও ১৯ ফাল্গুন বাংলা তারিখে অনুষ্ঠিত উরস শরীফ উপলক্ষে রঈসে মোঙ্গলকোট জনাব মৌলভী কাযী নেওয়ায খোদা সাহেব ফুরুগী কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লেখা কবিতায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলী পেশ করা হয়েছিল, নিম্নে তার বাংলা অনুবাদ দেয়া হলো ঃ

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

জনাব ইমামে রব্বানী, হিজরী সহস্র ও দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ, শায়খ আহমদ ফারুকী সারহিন্দী (তাঁর মহান আত্মা অতি পবিত্র)-এর খলীফা হযরত মওলানা শায়খ হামিদ বাঙালী (আল্লাহ্‌র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-এর ঈসালে সওয়াবের মহফিল উপলক্ষে—যা বর্ধমান জেলার মোঙ্গলকোট এলাকায় ১৩৬০ হিজরী সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল;—এই শ্রদ্ধাঞ্জলী কবিতায় নিবেদিত।

মহান আল্লাহর শোকর যাঁর মেহেরবানীতে ওলীকুল শিরোমণি হামীদ এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে এই দেশ ও এই দেশের মাটি হয়েছে পবিত্র ও জ্যোতির্ময়।

www.pathagar.com

তাঁর পবিত্র আত্মার সুরভি নিশ্চিতভাবে এখানে ছড়াচ্ছে। ফলে এদেশের মাটি মেশক ও আম্বরে পরিণত হয়েছে।

এই এলাকার অধিবাসীরা তাঁর মাযার শরীফে আগমন করে স্বর্গীয় পুষ্পরাজি চয়ন করে ও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হয়। আর যারা এখানে যিয়ারতের জন্য আসে, তারাও হয় বেহেশতী খোশবুতে সুবাসিত।

এই আস্তানার আলোকে যারা আলোকিত তাঁরা মহান আরশের নূর দ্বারা ফয়েযপ্রাপ্ত।

কারণ এখানে শায়িত আছেন পথভ্রষ্টদিগের পথপ্রদর্শক, অসহায়গণের সহায়, শিরক ও গোমরাহীর নিশ্চিহ্নকারী, সরওয়ারে কায়েনাত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর শরীয়তের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর পবিত্র সুন্নতসমূহের পুনরায় জীবনদানকারী।

তাঁর উপর সদা সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষণ হতে থাকুক এবং তাঁর শিষ্যদিগের উপরও।

হে মহান সাধক, আমার অপরিসীম গুনাহের জন্য আমি অতিশয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

প্রিয় রসুল মুস্তফাকে—যিনি মহান প্রভুর হাবীব, তাঁর কদম মুবারকের ওসীলায়।

আরও ওসীলায় তাঁহার চার বন্ধু, সেই মহান চার খলীফার—যাঁরা হলেন ওলীদের সরদার।

আর সারহিন্দ শরীফের শায়খ—যিনি এই উপমহাদেশে ইসলামকে করেছেন পুনর্জীবিত—তাঁর ওসীলায়।

আর সাধককূল শিরোমণি হযরত গাওসে আযম (রঃ)-এর তোফায়লে।

যদি রহমত করে গুনাহগার ফুরুগীকে আপনার হাবীবের সুপারিশ নসীব করুন।

প্রবৃত্তি ও শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা হতে এই নিরাশ্রয় ফকীরকে মুক্ত করুন।

আর যখন এই প্রাণ আপনার নিকট সোপর্দ করবো, তখন মুখে আপনার পবিত্র নাম জারি করে দিতে আরজ পেশ করি।

www.pathagar.com

বর্ধমানের সাধারণ মাটিতে বেহেশতের নিদর্শন স্থাপন করেছেন আপনি,
হে বাদশাহের বাদশাহ্, আপনার উদ্দেশ্যে লাখ শোকর।
এই পবিত্র ভূমির বিশেষ বুযুর্গ ব্যক্তিদের রূহানী ফয়েয দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করুন।
হে মহান দয়াল, প্রভু! এই অসহায় ফকীরকে আশ্রয় দাও, তার প্রতি দয়া কর। তুমি দয়াল, তুমি অতি মহান, তুমি সর্বশক্তিমান।
অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম আমার বন্ধুদের মহফিলে উপস্থিত হওয়ার,
মহাত্মন মুরশিদের দরগাহে হাযিরী দেয়ার আকাংখাও বিশেষ ছিল।
দুনিয়ার ও আখেরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হবার সাধ ছিল।
কিন্তু হায় কালের পরিবর্তন, হায় দুনিয়ার যুলুম ও অন্যায়, যা আমার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে!
এই কালের অন্যায়াচরণ আমার পাখা ও পালক বিনষ্ট করেছে; ফলে উড়ে যেতে চেয়েও সক্ষম নই।
কাজেই নত মস্তকে আপনার দরবারে ওযর পেশ করছি ও ক্ষমা চাচ্ছি।

[অধ্যাপক মাঃ মুসলেহুদ্দীন-এর সৌজন্যে]

তিন

অতীত মোঙ্গলকোট সালাম তোমায়

সৈয়দ আবু আশরাফ বি, এ,
সাং মোঙ্গলকোট, জিলা বর্ধমান।

১

পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম বঙ্গেতে,
শাহী পরগণা মাঝে শরিফাবাদেতে'[১]
প্রসিদ্ধ মোঙ্গলকোটে হ'ত উচ্চারিত

www.pathagar.com

কুরআন হাদীস ফেকা সুষ্ঠু সুললিত।
আজানের পূতধ্বনি হতে ঝঙ্কারিত
মসজিদ মীনার হ'ত। মুসলিম-চিত,
হ'ত মুগ্ধ দ্রবীভূত ও' পূত আজানে।
ধাইত সকলে তারা মসজিদের পানে।
পাঁচ শ বছর আগে ধাই কল্পনায়,
অতীত মোঙ্গল্ কোট সালাম তোমায়।
সোনার মোঙ্গলকোট কাল-অঙ্কে নীল,
শৌর্য্য বীর্য্য ধ্যান জ্ঞান ধূলী বিমলীন।

২

মসজিদে মিনারেতে হর্ম্ম্যে সুশোভিত,
সাতশত উলেমার কণ্ঠ মুখরিত,
বিশ্বখ্যাত জ্ঞানীদের জ্ঞান উদ্ভাসিত,
পীর অলি দরবেশে সৌম্য বিমোহিত,
গাযী আর শহীদের রক্ত প্রবাহিত,
মোগল ও পাঠানের ধর্ম অকুন্ঠিত,
প্রধান বিচারালয় যেথা অধিষ্ঠিত,
আমীর ও ওমরারা যেথা অবস্থিত,
ব্যবসাতে বাণিজ্যেতে যেথা গুঞ্জরিত,
জ্ঞানার্থীর সম্মিলনে যেথা অধ্যুষিত;
আছে যেথা অসংখ্য গুণ বিভূষিত
আছে হেথা আঠারো আউলিয়া নিকষিত।

৩

সোনার মোঙ্গলকোট আজ গোরস্থান
জনশূণ্য লোকালয় নীরব শ্মশান।
ভগ্ন মসজিদের কোন মীনারের পরে,
আজান ধ্বনিয়া উঠে নীল ক্ষীণ স্বরে।।

www.pathagar.com

নিশীথের অন্ধকারে হাঁকে মুয়াজ্জিন,
মনে হয় কোন মতে ইসলাম দীন,
আজও বাঁচিয়া আছে। হাজার মাযার,
অতীতের পুণ্যস্মৃতি গৌরব গাথার,
সাক্ষ্য দেয় উচ্চ কণ্ঠে। সাধক মহান,
সৈয়দ যাকের আলী[২] হেথায় শয়ান,
মুখ্‌দুম পানাহ্‌ হেথা অনন্ত নিদ্রায়,
শায়িত মাযার মাঝে। সারা বাংলায়,
যাহার অমর বাণী দিল জাগরণ।
প্রেমিকের দিল-বাগে নব শিহরণ।
ভারত-বিখ্যাত অলি সারহিন্দের
মোজাদ্দেদে আলফে সানীর প্রধান শিষ্যের,
হামিদ বাঙালীর[৩] পবিত্র মাযার
দেশ দেশান্তর হ'তে দরগাহে মাঁর,
আশেকের ভীড় জমে। সাধকেরা জোটে,
হামিদের' দরবারে এ মোঙ্গলকোটে।
অষ্টাদশ আউলিয়া আঠারো পাড়ায়,
অবিদিত অজানিত নীরবে ঘুমায়।
নাহি খরবেগ আর; বহে ক্ষীণ স্রোতে
প্রান্তদেশে নদ নদী। দেশান্তর হতে,
আসে না বাণিজ্যতরী পণ্যভার ল'য়ে।
অজয় কুনুর[৪] বহে দুঃখে শীর্ণ হ'য়ে।
নিঃস্ব মোঙ্গলকোট সকল হারায়ে,
শান্ত বিধবার মত নীরবে দাঁড়ায়ে
অতীত গৌরবরাজি দীপ্ত বক্ষে ধরে
স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত আর মোরা পড়ে।

---

১. সরকার শরীফাবাদ—বর্ধমান টাউন ও মুর্শিদাবাদ শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চল এ নামে অভিহিত হতো। ইহা ছাব্বিশটি পরগণায় বিভক্ত

www.pathagar.com

ছিল। এখানে ছিল মুসলিম অভিজাত ভদ্রলোকের নিবাস। রাজধানী গৌড় ধ্বংসের পর অসংখ্য আলেম ও পীর-মুর্শেদ এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। গৌড় হতে মেদিনীপুর-কটকগামী মহাসড়কটি মোঙলকোটের উপর দিয়ে চলে গেছে। ১৫৯০ সালে বর্ধমান শহরও এই সরকারের অধীনে ছিল এবং তখন এর বার্ষিক আয় ছিল ৪৬,৯০৩.৫০ পয়সা। (বর্ধমান জিলা গেজেটিয়ার; জে, সি, কে, পিটারসন ১৯১০ পৃঃ ১৪৪। 'রুদে কাওসার'—এস, এম, ইকরাম পৃঃ ৪৬১। আয়নায়ে ওয়ায়সী— ডঃ এস, এম, রহমান (উর্দু)।

২. ইনি গাওসুল আ'যম হযরত বড় পীর দস্তগীর (রহঃ)-এর বংশধর। এক দৈব বাণীর প্রেক্ষিতে ১৭৬৪ সালে মোঙলকোট তাশরীফ আনেন এবং এখানেই ৮১ বৎসর বয়সে ১১৯২ হিঃ=১৭৭৮ সালে ইন্তেকাল করেন। মেদিনীপুরের পীর সাইয়েদ খুর্শেদ আলী আল কাদেরী তাঁরই বংশের পীর। বর্তমানে এ বংশ কলকাতা-তালতলার পীর সাহেব নামেও খ্যাত। মখদুম হযরত শাহ মুহম্মদ গজনভী ওরফে রাহী পীর (রহঃ) ১২০৩ সালে এখানে ইসলামের দাওয়াত পেঁাছান। মখদুম শায়খ জালালুদ্দীন তাবরেযী (রহঃ) (ইন্তেকাল ১২২৬ সাল, দেওমহল) একই সময়ে রাজধানী পান্ডুয়া-গৌড়ে ইসলামী বুনিয়াদ স্থাপন করেন।

[হিষ্টরী অব বেঙ্গল : স্যার যদুনাথ সরকার]

৩. হযরত মওলানা হামিদ বাঙালীকে তাঁর পীর হযরত মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানী (রহঃ) "শায়খ হামিদ বাঙালী" উপাধিতে ভূষিত করেন। স্থানীয় লোকগণ তাঁকে "মাওলানা হামিদ দানিশমান্দ" বলে জানতো। "দানিশমান্দ" শব্দের অর্থ মহাপন্ডিত। সেকালে এত বড় বিজ্ঞ আলেম ভারতবর্ষে খুব কমই ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

[আয়নায়ে-ওয়ায়সী : ডঃ এস, এম, রহমান]

www.pathagar.com

৪. অজয়-কুণ্ডুর; ইহা গঙ্গা নদীর একটি শাখা নদী। পাল রাজা-দের আমলে অজয় নদীর তীরস্থ উজানী-মোঙ্গলকোট পূর্ব-ভারতের একটি নামকরা ঐতিহাসিক সামুদ্রিক বাণিজ্যবন্দর ছিল। তৎকালে সমুদ্র হতে বাণিজ্যবহর ভাগীরথী দিয়ে এখানে আগমন করতো। পরবর্তী বাদশাহ্ শাহজাহান অজয় নদীর তীরে মোঙ্গলকোট হতে ছয় মাইল দূরে (৯ কিঃ মিঃ) অবস্থান গ্রহণ করে আপন পীর হযরত শায়খ হামিদ বাঙালী (রহ্ঃ)-এর সংগে সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে পদব্রজে এসে হাযির হন। বর্তমানে সে স্থানটি জাহানাবাদ নামে পরিচিত।

[আয়নায়ে-ওয়ায়সী ঃ ডঃ এস, এম, রহমান]

www.pathagar.com

১. হাযারাতুল কুদ্‌স হযরত আল্লামা শায়খ খাজা বদরুদ্দীন (রহ্‌ঃ) সরহিন্দী নকশ্‌বন্দী। খলীফা মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ্‌ঃ)। ১৭ আগস্ট ১৯২২ খ্রীঃ রোজ শুক্রবার কাশ্মিরীবাজার, লাহোর।
২. মকতুবাত ইমামে রব্বানী, (উর্দু অনুবাদ) হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য।
৩. মোঙ্গলকোটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ আলহাজ্ব ডাঃ আবু তোরাব সাহেব; মোঙ্গলকোট ১৯৭০।
৪. Bardowan District Gazzeteer—J. C. K. Petroson 1910.
৫. রিপোর্ট আদমশুমারীয়ে হিন্দী—R. A. Doss 1942.
৬. মালদহ জিলা গেজেটিয়ার—(I. C. S. G. I. Lembron) কলকাতা ১৯১৭।
৭. মিদনাপুর জিলা গেজেটিয়ার—S. S. Aowmeli ১৯১১।
৮. হিন্দ আওর পাকিস্তান কি নাফাসরাবে শওকত নামা, শওকত আলী ফাহমী, লক্ষ্ণৌ।
৯. কর্নাট এন্টেজ, পাটনা কলেজ, জানুয়ারী ১৯৫৮।
১০. তাযকেরায়ে মোজাদ্দিদে আলফেসানী—মওলানা মুহম্মদ মনযুর নোমানী (রহ্‌ঃ) ১৯৭০।
১১. যোবদাতুল মাকামাত—খাজা হাশেম কাস্‌মী।
১২. হুগলী জিলা গেজেটিয়ার—এস, এস, আওমেলী ১৯১২।
১৩. মুর্শিদাবাদ জিলা গেজেটিয়ার—S. S. Aowmeli ১৯১৪।
১৪. মকতুবাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ)—মওলানা শাহ মুহম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী, রংপুর ১৯৬৫।
১৫. হিস্টরী অব চিটাগাং—সৈয়দ মুর্তজা আলী।
১৬. মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য—ডঃ এনামুল হক।
১৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—স্যার যদুনাথ সরকার।
১৮. Emperial Gazzeteer of India.

www.pathagar.com

১৯. A Glimpses of Old Dacca—খান বাহাদুর মৌলবী তৈফুর খান।
২০. Advance History of India—কালী কিংকর দত্ত।
২১. চট্টগ্রাম জিলা গেজেটিয়ার—S. S. Aowmeli.
২২. আয়নায়ে-ওয়ায়সী—ডঃ মতিয়ার রহমান, পাটনা ১৯৭৫।